







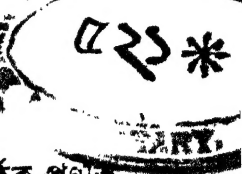




ভদ্রাজুন

অর্থাৎ

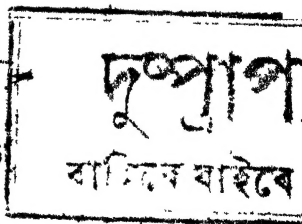
অজুন কতৃক সুভদ্রা



সুভদ্রা নান্দিনী পতিসংসার নহোদরা ।  
সুভদ্রা নান্দিনী পতিসংসার পিতুরে দয়িতা সুতা ॥

— ০০ —

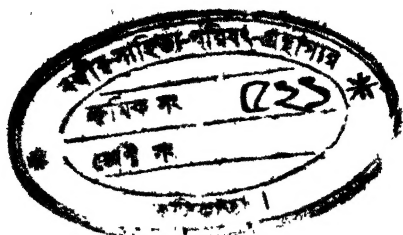
কলিকাতা



চৈতন্যচন্দ্রোদয় বঙ্গো মুদ্রিত ।

শকাব্দ ১৭৭৪ ।





বিজ্ঞাপন।

— ০০ —

মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নিরর্থক ব্যক্তিও কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান স্থান করেন; কাহারও বা অর্থসহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাপ্ত সমান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্য সমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্তারদিগেরও মানস চক্ষু মা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না,



অবশ্যই তাহার এক প্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দিন পরে কতিপয় 'বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; তাঁহারা সকলেই ইহার আত্মোপাস্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্তাকে কোন ক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ জরাব্যাঘে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন, তাহা সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না ; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ত্রৈদশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থ খানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না ; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশ জন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ হইতে পারিবে না।

কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা সকলের মনোর-  
 ঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্বমনোরঞ্জন  
 কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অত্যাপি জন্মে নাই।  
 অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করি-  
 য়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্ব-  
 পিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া  
 অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকি-  
 ক্ষিৎকর এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট  
 করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও  
 নবীনা ও অলঙ্কার পরিহীনা, এবং তাহার দারি-  
 দ্রাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত  
 অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্বোজ-  
 স্কন্দরী করা যায় না। বাহা পাঠ করিলে পাঠক  
 বৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠে-  
 ছার আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়।  
 কেবল কোমল কিস্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করি-  
 লেই যে ভাষার চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমত নহে;  
 কিন্তু তাহার জীবন স্বরূপ অর্থসৌন্দর্য্য না থাকিলে  
 সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদান পূর্বক  
 অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জ-  
 ল্যমান করাই কর্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ  
 সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন । এতদেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না । কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে । বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ । তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সংকলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম । ইহা দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমন নহে ; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টি কর হইলে আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে । ) পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদেশীয় সুকবিগণ কতৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বন্ধমূল হইলে অভাবকে অবশুই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই ।

এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অতীবঙ্গক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। (এই নাটক ক্রিয়া-দি ও ঘটনা স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গল্প পত্ন রচনার নিয়মের অন্তথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েক জন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সুত্রধার ও নটীর রঙ্গ-ভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্তান্ত কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি।) এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট ঘেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবির ভারতচন্দ্রের বিছাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে, কাঞ্চী-পুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যতপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত

হইত, তবে কাম্বীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদেশীয় কুশীলবগণের স্থায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাজ্ঞা হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আত্মোপাত্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীভারতচরণ শীকদার।

কলিকাতা।  
শকাব্দ ১৭৭৪। ১০ আশ্বিন।

}

## আভাস।

—০০—

সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান ।  
সর্ব স্থলে নাটকের আদর সমান ॥  
সম্ভ কি অসম্ভ জাতি পৃথিবী নিবাসি ।  
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষি ॥  
দর্শক মণ্ডল মাঝে করিয়া বিস্তার ।  
করিতেছি সুধাসম নাটক প্রচার ॥  
ঐতি যুগে দৃষ্টি যুগে প্রবেশি এ সুধা ।  
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ ক্ষুধা ॥  
যুধিষ্ঠিরে রাজা দেখি দুঃখী দুর্যোধন ।  
চিত্তাকুল করিবারে পাণ্ডব নিধন ॥  
পুত্র মতে বশীভূত অন্ধ নৃপবর ।  
হিতাহিত বিবেচনা শূন্য কলেবর ॥  
শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্রম ভোজের নন্দিনী ।  
এই হেতু পাণ্ডবের সখা হন তিনি ॥

কৌরবের ইষ্টদেব দেব হৃদয় ।  
 শিষ্য বলি কৌরবের দুঃখেতে কাতর ॥  
 কৃষ্ণের চক্রেতে কিন্তু রাম পরাভব  
 এই হেতু জয়যুক্ত সর্বদা পাণ্ডব ॥  
 পাণ্ডবের যশঃ গুণে বিখ্যাত ভুবন ।  
 দুর্যোধনে দুষ্ট বলি জানে সর্বজন ॥  
 পাণ্ডব থাকিতে নাহি পাব সিংহাসন ।  
 হইয়া বিশেষ জ্ঞাত গান্ধারী নন্দন ॥  
 পাণ্ডবে বধিতে করে নানা মত ছল ।  
 বিশেষতঃ অরি তার ভীম মহাবল ॥  
 পিতা সহ নানা রূপ কৌশল করিয়া ।  
 পাণ্ডবে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া ॥  
 পঞ্চ ভাই কুন্তী সহ তথা উত্তরিল ।  
 ক্রতুময় পুরী সেই প্রবেশি জানিলা ॥  
 নিশাযোগে অগ্নি দিয়া করিলা প্রস্থান ।  
 দুষ্ট মন্ত্রী পুরোচন হারাইলা প্রাণ ॥  
 ধর্মের আজ্ঞায় কেহ না আইলা দেশে ।  
 জাহ্নবী হইয়া পার কাননে প্রবেশে ॥  
 ব্রহ্মচারি বেশে ভ্রমে পঞ্চ মহৌদর ।  
 দ্রৌপদী বিবাহ কথা শুনি অর্ভঃপর ॥  
 পঞ্চ ভাই উপনীত পঞ্চাল নগরী ।  
 লভিলা দ্রৌপদী পার্থ লক্ষ্য ভেদ করি ॥

জননী আজায় বিয়া করি পঞ্চ জন ।  
 কিছু দিন পরে করে হস্তিনা গমন ॥  
 ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপুরী নির্মাণ করিয়া ।  
 আনন্দে করেন রাজ্য রক্ষাকে লইয়া ॥  
 ভীষ্মসেন অর্জুন নকুল সহদেব ।  
 চারি ভাই অনুগত সখা বাসুদেব ॥  
 যথাবিধি রাজকাৰ্য্যে ক্রটি নাহি তায় ।  
 নারদ আসিয়া মধো ঘটাইলা দায় ॥  
 যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া ।  
 সূরপুরে দেব ঋষি গেলেন চলিয়া ॥  
 নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ ।  
 তীর্থ যাত্রা করি ভদ্রা হরিলে অর্জুন ॥





# নাটক সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

—০০—

ধৃতরাষ্ট্র

যুধিষ্ঠির

ভীষ্ম

অৰ্জুন

নকুল

সহদেব

দুর্যোধন

দুঃশাসন

ভীষ্ম

কর্ণ

বসুদেব

কৃষ্ণ

বলদেব

নারদ

দারুক

হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা

অধিপতি

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ

ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ  
ঐ

শান্তনুর তনয়

দুর্যোধনের সখা

যুধিষ্ঠিরের মাতুল

বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র

বসুদেবের ষষ্ঠ পুত্র

দেব ঋষি

সারথী

—০০—

মন্ত্রভাষা

কুঞ্জিনী

দ্রোণদী

মুভদ্রা

সহচরী

প্রতিবাসিনী

অন্যান্য কুলকামিনী গণ

কৃষ্ণের প্রধান মহিষী

কৃষ্ণের দ্বিতীয় মহিষী

পাণ্ডবগণের স্ত্রী

কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী

দত্ত, দারী, প্রহরী, এক মন্ত্রপ, প্ৰাতুল ও পথিক  
গণ ইত্যাদি।



ভদ্রাজুন

অথঃ

অর্জুন কঙ্কর সূত্রে হরণ

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম সংযোগ স্থল ।

ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা ।

নারদ বীণা যন্ত্রে হরি গুণ গান করিতে করিতে  
প্রবেশ করিলেন ।

রাগিনী মূলতানী । তাল কাওয়ালি

জয় যদুকুল তিলক দৈত্য অরে ।

হের মতিহীন পামরে মর্ত্যোপরে । ৬ ।

দুঃখ ভঞ্জন রূপ তব ভক্তি ভরে ।

যেবা চিন্তয়ে লভে সেই মুক্তি পরে ॥

নহি সখ্যতা ভাবে পায় ব্যর্থ নরে ।

করে শত্রুতা যেই সেই শীত্র তরে ॥

ভব বন্ধনে মূঢ় জন বন্ধীভূত ।

ক

তার বিগ্রহ অহরহ সন্ধি কুতঃ ॥  
 মতি চঞ্চল ভব ভয়ে শান্তি কর ।  
 কর খণ্ডন পরিতাপ ত্রাস্তি হর ॥  
 মন কুঞ্জর মম নাহি ধৈর্য্য ধরে ।  
 পাপ খঞ্জরাঘাত কত সহ করে ॥  
 যেই পঙ্কজ পদতল ঘর্ষা ছলে ।  
 শিত অঙ্গনা দ্রবময়ী কন্ধ্য ফলে ॥  
 ভূতে নিস্তার করণাশে পঙ্ক কূপে ।  
 ভূতা জঙ্ঘাল ক্ষিতিতলে বঙ্ক রূপে ॥  
 ভব বাঞ্ছিত পদ গোপ কন্যাগণে ।  
 পেয়ে কিম্বিত রেণু তার ধন্যাগণে ॥  
 গুরু লাঞ্ছনা কত মত তুচ্ছ করে ।  
 ভাবে সর্বদা সেই পদ উচ্চ হরে ॥  
 হেন কুন্দল রূপ যেই ভক্ত দীন ।  
 করি কুণ্ডল ধরে হৃদে নক্ত দিন ॥  
 মায়া বন্ধন সেই জন ছিন্ন করে ।  
 যদুনন্দন পদ হৃদে চিহ্ন ধরে ॥

মহারাজ জয়োল্লাসে তে ।

যুধি । প্রভো প্রণতি, অন্য কি সুপ্রভাত । আপনকার  
 চরণ রেণু কণিকা এস্থান পবিত্র করিল, এই পদদ্বয়

১ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

দর্শনে চক্ষু তেজঃপুঞ্জ হইল এবং তাহা স্মরণে  
মনোমালিন্ত দূর হইল।

নার। হে মহারাজ, চিরনুখে কালযাপন কর,  
তুমি স্বয়ং ধর্ম, এবং তোমরা পঞ্চ পঞ্চদেব, পঞ্চ  
পঞ্চরূপে তোমরা পঞ্চ, অথচ পঞ্চে এক ।

যুধি। হাঁ মহর্ষে, আমরা পঞ্চরূপে পঞ্চতে বাস  
করি, যেমন পঞ্চতে আমি এক, এইরূপ একি প-  
ঞ্চতে আছি, তন্নিমিত্তে কেহই পঞ্চ হইতে ভিন্ন  
নহি।

নার। হাঁ মহারাজ, এইহেতু পঞ্চতে একভাবে পা-  
ঞ্চালীর পানিগ্রহণ করিয়াছ।

যুধি। কি করি এভো?—মাত্রাজ্ঞা। ঐহিক ও পা-  
রত্রিক সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাচ মাত্রা  
জ্ঞা লঙ্ঘনে যে অধর্ম তাহা করিতে শক্ত নহি।

নার। সত্য মহারাজ, তুমি সত্যে ও মাতৃভক্তিতে  
ত্রিলোকে যশস্বী হইয়াছ।

যুধি। যদি মাত্রাজ্ঞা লংঘনে যশঃ হয় সে অযশঃ,  
এবং তাহা পালনে যতপি অপযশঃ জন্মে, তা-  
হাও যশঃ জ্ঞান করি।

নার। সাধু,—যথাযথ যে গুরুভক্তি তাহা তোমাতে

১ অঙ্ক ]

[১ মংযোগ স্থল।

বর্ত্তিরাছে, এবৎ তবানুজেরাও ধর্ম্মাজ্ঞা অতিক্রমণ করেন না।

যুধি। আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ভক্তি বধার্থ, আমি মাত্রাজ্ঞানুগামী, এবৎ অনুজেরাও মমাজ্ঞাবহ বটে।

নার। তবানুজদিগের যেরূপ ভক্তি এবৎ তাহাদিগের প্রতি তোমারও যেরূপ স্নেহ, এমত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এরূপ স্থলে বিরোধাকুর উৎপন্ন হইলে অস্তান্ত্রক্ষেপ জনক হইবে, যেহেতু সেই অঙ্কুরে সকলকেই বিনাশ করিবে।

যুধি। মহর্ষে, এপ্রকার ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই নাই।

নার। বড় আশ্চর্য্যও নহে।

যুধি। আপনি এ কি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পক্ষ মধ্যে বিরোধাকুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।

নার। ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।

যুধি। এ কথায় আমি কি কহিব বল মুনি।

ভাবিলাম আশ্চর্য্য তোমার কথা শুনি।

পরাক্রমে আপনার যেই বৃকোদর।

১ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

উদ্ধারিয়া যোগ গৃহে সবারে মত্তর ॥  
 অনায়াসে পুরোচনে পারিত বধিতে ।  
 সকলে উত্তীর্ণ করি হস্তিনা যাইতে ॥  
 যেই অৰ্জুনের বাণে সুরাগুরে ভয় ।  
 ভীষ্ম কৰ্ণ দ্রোণ আদি সবে পরাজয় ॥  
 নকুল কি সহদেব নহে শক্তি হীন ।  
 বয়ঃক্রমে শিশু কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ ॥  
 আমার আজ্ঞায় এই প্রিয় ভ্রাতৃগণে ।  
 বহু ক্লেশ সহিয়াছে অরণ্য ভ্রমণে ॥  
 তথাপিও নম আজ্ঞা করিয়া লংঘন ।  
 কভু ইচ্ছা করে নাহি হস্তিনা গমন ॥  
 ইহাতে বিরোধ বীজ কে করে বপন ।  
 কে তাহে আদর বারি করিবে সেচন ॥  
 বরং ক্রোধ ভানুর করেতে দক্ষ হবে ।  
 বীজের বীজস্থ গুণ কিছু নাহি রবে ॥  
 নার । সত্য বটে মহারাজ যে কথা কহিলে ।  
 এক দ্রব্য অভিলাষি দুজন হইলে ॥  
 উভয়ের মধ্যেতে প্রণয় থাকা ভার ।  
 তাহাতে তোমরা পঞ্চ কি কহিব আর ॥  
 দ্রব্যও সামান্য নয় যাহে দেবগণ ।

১ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ]

অনুক্ষণ মুঞ্চ ভাবে জ্ঞান শূন্য হন ।

গুরুপত্নী বলি ইন্দু জাগ না করিলা ।

সুর জ্যোৎ নিজ কন্যা আপনি হরিলা ।

গুরু ভাৰ্য্যা দেবরাজ না করিলা জাগ ।

পরামর না গণিলা বর্ণের বিরাগ ॥

হেন দ্রব্যভিলাষি তোমরা পঞ্চ জন ।

কি রূপে সম্ভাবে কাল করিবে যাপন ॥

যুধি । এমত আশীর্বাদ করিবেন না, ভীম হিড়িম্বার  
মনোমোহন রূপেও আকৃষ্ট হয় নাই, অঙ্কুর্ন  
লক্ষভেদ করিয়াও দ্রোপদীর মাল্য গ্রহণ করে  
নাই, আর নকুল মহাদেব বালক, কখনও অবাধ্য  
নহে, ইহাতেও কি পাঞ্চালীর নিমিত্তে ভ্রাতৃ-  
বিচ্ছেদ হইতে পারে ।

নার । হে রাজন, আপনকার বাক্য অন্তায় নহে,  
কিন্তু এক উপমা শ্রবণ করুন ।

সিন্ধ উপসিন্ধ ছিল দানব সমুত্তি ।

ব্রহ্মার তপস্যা করে কঠোরেতে অতি ॥

তাদের কঠিন তপে ব্রহ্মা কুণ্ঠ সুখে ।

বর দিতে উপস্থিত হইলা সম্মুখে ॥

কহিলেন তপে বড় কুণ্ঠ হইয়াছি ।

১ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

এই হেতু বর দিতে আমি আসিয়াছি ॥  
 করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি কহে দুই ভাই ।  
 চিরজীবী কর দোঁহে এই বর চাই ॥  
 কহিলেন ব্রহ্মা দেখ নাহি হেন নর ।  
দেবতা বিহীনে বল কে হয় অমর ॥  
 চিরজীবী হও বর দিতে না পারিব ।  
 অন্য বর যাহা চাহ তাহা আমি দিব ॥  
 দানব তনয় নাহি চাহে অন্য বর ।  
 তাহাদের তপে ব্রহ্মা হইলা কাতর ॥  
 পরে সিদ্ধ উপসিদ্ধ কহে দুই জন ।  
 এই বর দোঁহে তবে করিবে অর্পণ ॥  
 যে পর্য্যন্ত দুই ভাই ঐক্যেতে রহিব ।  
 সে পর্য্যন্ত উভয়ের কেহ না মরিব ॥  
 উভয়ে কলহ যদি কোন ক্ষণে হয় ।  
 সেই ক্ষণে উভয়েতে মরিব নিশ্চয় ॥  
 তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গেল ।  
 বর পেয়ে দুই ভাই প্রবল হইলা ॥  
 দুই ভাই এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ ।  
 তাহাদের নিধন করিতে নারে কেহ ॥  
 সর্বদা অমর নহু করয়ে বিবাদ ।



১ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

ইহাতে দেবতাগণ গণিলা প্রমাদ ॥  
 সর্ব দেবে ঐক্যবাক্যে কৌশল করিয়া ।  
 পিতামহ সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া ॥  
 সিন্ধ উপসিন্ধের দৌরাহ্ম্য জানাইলা ।  
 শূনি ব্রহ্মা কন্ধ্যা এক সৃজন করিলা ॥  
 যতেক অপ্সরা ছিল অমর পুরেতে ।  
 তিলং লইলেন সকল হইতে ॥  
 তিলোত্তমা নামে কন্ধ্যা তাহাতে জন্মিলা ।  
 নাশিতে দনুজ ঘয়ে ব্রহ্মা আদেশিলা ॥  
 তোমার রূপেতে কন্ধ্যা মুনি মন টলে ।  
 কেবা হেন আছে বল এরূপে না ভুলে ॥  
 সিন্ধ উপসিন্ধ কাছে কন্ধ্যা তুমি যাও ।  
 উভয়ের মধ্যে গিয়া বিবাদ ঘটাব ॥  
 ইহাতেই দুই ভাই অবশ্য মরিবে ।  
 তাহাতে দেবতাগণ নিঃশঙ্ক হইবে ॥  
 ব্রহ্মার আজ্ঞায় কন্ধ্যা করিলা গমন ।  
 সহকারি সঙ্গে তাঁর চলিলা মদন ॥  
 সিন্ধ উপসিন্ধ দৌহে খেলিতেছে পাশা ।  
 কি সাধ্য নিকটে যায় সাহসে সহসা ।  
 প্রথমে মদন বাণ সঙ্কান করিলা ।

১ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্কল ।

সেই ক্ষণে তিলোত্তমা সম্মুখে আইলা ॥

দুই ভাই স্বরং সম্মোহন বাণে ।

রমণী সম্মুখে দেখি ধৈর্য নাহি মানে ॥

উপসিক্ত গিয়া শীঘ্র কন্ধ্যারে ধরিল ।

পরে সিক্ত উঠি তার করে আকর্ষিল ॥

এ বলে আমারে কন্ধ্যা করেছে বরণ ।

ভুমি কেন তার কর করিলে গ্রহণ ॥

কন্ধ্যা হতে উভয়ের কলহ বাজিল ।

দৌহার কোপেতে দৌহে জীবন ত্যজিল ॥

অতএব মহারাজ স্ত্রী জাতি কারণ ।

এমত ঘটনা নাই মানিবে বারণ ॥

যুধি । হে দেবর্ষে, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা  
সত্য বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে এমন  
কলহ উপস্থিত হইবে, ইহা স্বপ্নেও কখন জ্ঞান  
করি না ।

নার । যতপি তোমরা একরূপ স্নেহ শৃঙ্খলে বদ্ধ  
আছ, তথাচ আপন আপন মধ্যে এক নিষম  
স্থাপন কর, যাহাতে কোন মতে ঐ শৃঙ্খল ভগ্ন  
হইবার সম্ভাবনা না থাকে ।

যুধি । হে ভ্রাতৃবর্গ, মহর্ষি কি বলিতেছেন তোমরা  
শ্রবণ করিলে ।

১ অঙ্ক

[ ১ সংযোগ স্থল ।

সকলে । হাঁ মহারাজ, আমরা তাহার মর্মান্তক হইয়াছি ।  
এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন, তাহা করিতে স্বীকৃত  
আছি ।

নার । তোমরা পঞ্চভ্রাতা পাঞ্চালীর পঞ্চ স্বামী,  
এই হেতু তোমাদিগকে কহি, তোমরা আপন আ-  
পন মধ্যে এক নিয়ম সংস্থাপনা করিয়া কৃষ্ণা-  
সহ বাস কর । .

সকলে । আপনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন সেইরূপ  
করিতে যত্ন করিব ।

নার । তোমরা একত জন দ্রৌপদী সহিত কাল-  
ক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি  
দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ  
বৎসর তীর্থপর্যটনকরিতে হইবেক; নতুবা সে-  
পাপ ধ্বংস হইবেক না ।

সকলে । মহর্ষে, আপনকার কথাই প্রামাণ্য, আ-  
মরা এই রূপ করিতে অঙ্গীকার করিলাম ।

নার । তোমরা মনঃসুখে কাল যাপন কর, আশী-  
র্বাদ করি, আমি এইক্ষণে বিদায় হই ।

( নারদ গমন করিলেন )

১ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ।

রাজপুরীর সিংহদ্বার ।

ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল ।

ব্রাহ্ম ! রক্ষা কর রক্ষা কর বিপদ সাগরে ।

সর্বনাশ হয় মম হস্তিনা নগরে ॥

পাণ্ডবের ধর্ম রাখে একি বিপরীত ;

কে আছ হে রাজপুরে কর মম হিত ॥

( ইতিমধ্যে অজুন সম্মুখবর্তী হইলেন )

অজু ! কে তুমি এখানে কর আক্ষেপ প্রকাশ ।

ব্রাহ্ম ! দেখ হে অজুন মম হয় সর্বনাশ ॥

অজু ! কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন ।

কিবা হেতু সর্বনাশ হইল ঘটন ॥

ব্রাহ্ম ! ধর্মের রাজত্বে যদি এমন হইবে ।

ধন প্রাণ রক্ষা তবে কোথায় পাইবে ॥

অজু ! বিশেষ করিয়া বল ?

ব্রাহ্ম ! আমার গোধন ।

অজু ! তাহার কি ঘটয়াছে ?

ব্রাহ্ম ! যায় গাভীগণ ।

১ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

অঙ্ক । বিশেষ করিয়া তার কহ বিবরণ ।

ব্রাহ্ম । ধর্ম রাঞ্জে অরাজক হয় কি কারণ ? ॥

অঙ্ক । কেন প্রভো কি ঘটনা হইয়াছে কণ্ড ! ।

ব্রাহ্ম । আমার গোধনগণ আনাইয়া দেও ॥

অঙ্ক । তোমার গোধন বল কোথায় গিয়াছে ।

পলায়েছে কিবা তারা বন মধ্যে আছে ॥

কিয়া ছিন্ন করি রজ্জু করিছে ভ্রমণ ।

অশক্ত হয়েছে তুমি করিতে বন্ধন ॥

ব্রাহ্ম । না অঙ্কুন তা নয় তা নয় তাহা নয় ।

অঙ্ক । তবে বল কিসে এত পাইয়াছ ভয় ? ॥

ব্রাহ্ম । প্রভাতে উঠিয়া সঙ্গে নিয়া গাভীগণ ।

করিয়াছিলাম ধেনু চারণে গমন ॥

এক দল তক্ষর আসিয়া হেন কালে ।

গাভীগণ হরণ করিয়া নিল বলে ॥

রক্ষা করিবার শক্তি না হলো আমার ।

এই দেখ শরীরেতে করেছে প্রহার ॥

একে আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে অতি ক্রীণ ।

কেমনে করিব রক্ষা নিজে শক্তি হীন ॥

দস্যুদল মহাবল অস্ত্র শস্ত্র ধারি ।

তাহাদের নিবারণ কি প্রকারে পারি ॥

১ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

ওই দেখ বলে গাভী করিয়া হরণ ।

ক্ষেত্র পথে দস্যুগণ করিছে গমন ॥

দোহাই অৰ্জুন রক্ষা কর ব্রাহ্মণেরে ।

এমত উপায় কর যাহে পাই ফিরে ॥

এখনো নিকটে আছে কৰ্তব্য উপায় ।

দূরতর গেলে পুনঃ পাওয়া হবে দায় ॥

অৰ্জু । ক্ষণেক বিলম্ব কর, প্রভো ।

ব্রাহ্ম । বিলম্ব করিলে দস্যুগণ পলায়ন করিবে,

তখন গোধন কোথায় পাইব ।

অৰ্জু । মহারাজা যুধিষ্ঠির গৃহ মধ্যে আছেন ।

ব্রাহ্ম । তাহাতে কি ?

অৰ্জু । এসময় সে স্থলে প্রবেশ করিতে পারিব না ।

ব্রাহ্ম । সে স্থলে প্রবেশের প্রয়োজন কি । সে স্থানে

আমার গো নাই এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও চোর

নহেন ।

অৰ্জু । তাহা নহে বটে, কিন্তু অস্ত্রাদি ঐ গৃহ মধ্যেই

আছে, এসময়ে তথা প্রবেশ করিয়া আনিতে

অক্ষম, সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইবেক ।

ব্রাহ্ম । তুমি আমার সহিত প্রবক্ষণা করিতেছ,

১ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

আমি এইক্ষণে অভিসম্পাত করিয়া এ রাজ্য  
পরিভ্রাণ করিব ।

অঙ্কু ! স্থির হও প্রভো, উপায় করিতেছি ।

( অঙ্কুন আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন )

এ দেখি বিষম দায় কি করিব সদুপায়

দুই দিক হইল বিপদ ।

অবিচার ধর্ম্মরাজে বেঁচে থাকি কোন্ কার্য্যে

ইহাতে কি পাইব সম্পদ ॥

ব্রাহ্মণের গাভীগণ তঙ্করে করে হরণ

সে জন চাহিছে মমাশ্রয় ।

না দিলে ব্রাহ্মণ শাপে না বাঁচিব কোন রূপে

রাজ্য শূন্য সব ধ্বংস হয় ॥

ওদিকে দ্রৌপদী সনে ধর্ম্মরাজ নিকেতনে

তথাও প্রবেশ করা দায় । )

কথা শুনি নারদার করিয়াছি অঙ্গীকার

এবে কিসে লজ্জিব তাহায় ॥

অস্ত্র আছে সেই ঘরে তাহা না পাইলে পরে

কি প্রকারে বধিব তঙ্করে ।

বিলম্বও নাহি সময় তঙ্কর অদৃশ্য হয়

গাভীগণ উদ্ধারি কিসকরে ॥

১ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

যা থাকুক্ কপালেতে প্রবেশ করি গৃহেতে  
আগেত ব্রাহ্মণে রক্ষা করি ।

যা হবার হবে পরে দ্বাদশ বৎসর তরে  
না হয় হইব দেশান্তরী ॥

[ এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহ মধ্যে প্রবেশ  
পূর্বক ধনুর্নাগ লইয়া তক্ষরদিগকে ধৃত করি  
লেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দি-  
লেন । ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে  
আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন । ]

তৃতীয় সংযোগস্থল ।

যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার ।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জুন  
প্রবেশ করিলেন ।

অর্জু । মহারাজ অনুমতি করুন, বিদায় হই ।

যুধি । সে কি ভ্রাতঃ, কি কহিতেছ ?

অর্জু । অঙ্গীকার প্রতিপালন করিব ।

যুধি । কি অঙ্গীকার ?



১ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্থল ।

অজুর্ন । দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্যটন ।

যুধি । কি নিমিত্তে ?

অজুর্ন । আমি কতৃক সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে ।

যুধি । এমত কি সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে যে দ্বাদশ বৎসর  
তীর্থ ভ্রমণ করিবে ?অজুর্ন । নারদ দ্রোণদী হেতুক যে সন্ধি স্থাপন করি-  
য়াছেন তাহা আমি উলঙ্ঘন করিয়াছি অতএব  
তীর্থ পর্যটন ব্যতিরেকে এ পাপ ধ্বংসের আর  
অন্য উপায় নাই ।

যুধি । তাহা কি রূপে উলঙ্ঘন করিলে ?

অজুর্ন । মহারাজ যখন কৃষ্ণ সহ শয়নাগারে ছিলেন  
আমি ব্রাহ্মণের উপকারার্থে সেই গৃহ মধ্যে  
প্রবেশ করিয়াছিলাম ।

যুধি । তাহাতে কি হইল ?

অজুর্ন । তাহাতে আমার পণ ভঙ্গ হইয়াছে, অতএব  
অনুমতি করুন অঙ্গীকার প্রতিপালন করি ।

দ্রোণ । অজুর্ন কি বলিতেছে ।

যুধি । তীর্থতে যাইবে ।

দ্রোণ । কি রূপে সম্ভবে ইহা ।

অজুর্ন । অন্তথা নহিবে ।

১ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

দ্রোপ । কি কারণে হেন উক্তি ।

অজ্ঞ । সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি ।

দ্রোপ । লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি ।

অজ্ঞ । দোষী হইয়াছি ।

দ্রোপ । কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো ।

অজ্ঞ । তোমার গৃহেতে ।

যবে তুমি ছিলে ধর্মরাজের মনেতে ॥

দ্রোপ । ছিলাম ছিলাম আমি ধর্মরাজ সহ ।

কিসে তাহে সন্ধি ভঙ্গ হলো তাহা কহ ॥

অজ্ঞ । নারদের কাছে করেছিলাম স্বীকার ।

আছে কি না আছে বল স্মরণ তোমার ॥

একেক বৎসর মোরা এক এক জন ।

তোমার সহিত গৃহে করিতে বঞ্চন ।

একের সময়ে তথা অন্তে যদি যার ।

তীর্থ পর্যাটনে যেতে হইবে তাহার ॥

আমি হতে উল্লঙ্ঘন হয়েছে তাহাই ।

ইহার কারণ প্রিয়ে তীর্থে যেতে চাই ॥

অভেব প্রফুল্ল হয়ে দেও হে বিদায় ।

দ্বাদশ বৎসরে দেখা হবে পুনরায় ।

যুধি । ভাই অজ্ঞান, তোমা কর্তৃক তাহা ভঙ্গ হয়

১ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্থল ।

নাই, যে হেতু জ্যেষ্ঠের গৃহে কনিষ্ঠ ভ্রাতার গমনে হানি নাই এবং সে সন্ধি অনুরোধের পক্ষে নহে । অতএব ভাই কি নিমিত্ত এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ ।

দ্রোণ । হাঁ এই কথাই যথার্থ, তোমার তীর্থে গমন করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না ।

( এমনত সময়ে ভীম কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন )

অর্জু । অঙ্গীকারভ্রষ্টের জীবনাপেক্ষা মরণই ভাল ।

ভীম । ভাই অর্জুন, কোথায় যাইবে ?

অর্জু । তীর্থে ।

ভীম । তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধর্ম্মরাজ ও নকুল সহদেব এবং জননী ও দ্রোণদী প্রভৃতি আমরা সকলে জীবন ধারণ করিতেছি, তোমার অকাট্য বাণের ভরসায় ভীষ্ম কর্ণ ও দ্রোণকেও ভয় করি না । হে ভ্রাতঃ, এসকলের আশা পথে কণ্টক বিস্তার করিয়া তুমি কোথায় গমন করিবে ।

অর্জু । অতৃপ্ত দিনের নিমিত্তে গমন করিব; দ্বাদশ বৎসর পর্ণ হইলেই পুনরাগমন করিতেছি ইহাতে ক্ষোভ কি; তোমার গদাঘাতে কে জীবিত

১ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্থল ।

থাকে ? তুমি একাই সকল রক্ষা করিতে শক্ত হইবে,—আর বিলম্ব মনে, বিদায় হই !

( অজুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্বং কার্যে নিযুক্ত হইলেন ),

—oo—

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম সংযোগ স্থল ।

দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার ।

দেবকী ও রোহিণী প্রবেশ করিলেন ।

দেব । হে বসুদেব, ভাবিতে আমার জীবন গেল,

একক্ষণের তরেও সুস্থ হইতে পারিলাম না ।

বসু । আবার তোমার কি ভাবনা উপস্থিত হইল ?

দেব । আমি জন্ম দুঃখিনী দুঃখের নাহি ওর ।

রোদনে রোদনে জন্ম নিশা হৈল ভোর ॥

দুঃস্থ কংস বদ্ধ করেছিল কারাস্থলে ।

হস্ত পদ নিবৃদ্ধন করিয়া পৃথ্বীতে ॥

ছয় পুত্র স্বহস্তে মারিল দুরাচার ।

২ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

পুত্র শোকে স্বর স্বর জীবন আমার ॥  
 এক পুত্র কোশলেতে যত্নপি বাঁচিল ।  
 সেও গিয়া নন্দালয়ে ভুলিয়া রহিল ॥  
 বহুদিন পরে সেই কংসাসুরে নাশি ।  
 আমাদের দৌহার উদ্ধার করে আসি ॥  
 মনে করিলাম বুঝি এবে হবে সুখ ।  
 তার কোথা সুরা যারে বিধাতা বিমুখ ॥

বসু । বতেক দুঃখের কথা বলিলে হে তুমি ।  
 তাহাতে নিস্তার নাহি পাইয়াছি আমি ॥  
 আমিও তোমার সহ ভুগেছি সকল ।  
 দৌহার ভাঞ্চেতে ফলিয়াছে এক ফল ॥  
 স্বহস্তে লইয়া পুত্রে বিদায় করেছি ।  
 পাষণ ইইয়া তারে গোকুলে রেখেছি ॥  
 আমি হৈতে তোমার অধিক দুঃখ নয় ।  
 এবে তব দুঃখ কিসে হৈল অতিশয় ॥

দেব । তুমিত হে সংসারের কিছুই জাননা ।

বসু । সংসার করিতে হয় কি রূপে বলনা ॥

দেব । দুই সঙ্খ্যা চতুর্বিধ রসেতে ভোজন ।

রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন ॥

ইহাই করিলে যে সংসার করা হয় ।

২ অঙ্ক]

[ ১ সংযোগ স্থল।

মনেতে জানিও ভাল, কভু তাহা নয় ॥  
বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।  
ওকথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি ॥  
দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।  
পরিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া ॥

রোহি। দিঙ্গী, কি বলিতেছ?

দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার  
নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।

রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করি-  
য়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে  
করেন না।

বসু। তোমরা দুই জনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ  
করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দূরবস্থায়  
রাখিয়াছি?

দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা  
নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নাল-  
ঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। ( বলিতে ২  
মৌনাবলম্বন করিলেন )

বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিম্বের ভাবনা।

রোহি। তুমি যেন একথার কিছুই জাননা ॥

২ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

বসু । আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল ।

রোহি । রহস্যে নাহিক কাষ যাও মেনে চল ॥

বসু । কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের ।

রোহি । তোমার নাহিক দোষ মম ভাণ্ড কের ॥

বসু । তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম ।

রোহি । তোমারে কি দিব দোষ আমাদেরি ভ্রম ॥

বসু । ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট ।

রোহি । সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট ॥

বসু । সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে ।

রোহি । তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে ॥

বসু । আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই ।

আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥

( গমনোদ্দেশ্য করিলেন )

দেব । কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ ।

অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥

( বসুদেবের হস্ত ধরিলেন )

বসু । কোথা যাও কথা গুলা শুন ।

বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥

বসু । দেখ হে দেবকি আমি না জানি শঠতা ।

আমার সহিত কেন কর কণ্টকতা ॥

২ অঙ্ক ]

[ ১ম সংযোগ স্থল ।

স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয় ।

মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয় ॥

রোহি । করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য ।

তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য ॥

সুভদ্রাকে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন ।

হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন ॥

এমন যুবতী কস্তা ফুলহার আগারে ।

নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥

অনুতা তনয়া ঘরে বড়ই বালাই ।

কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥

বসু । তাহাই বলনা কেন কেন বল ছলে ।

কল ছল দেখিলে আমার অঙ্গ ছলে ॥

সুভদ্রা বয়স্কা তাকি অজ্ঞাত আমার ।

বল কেন কর তবে মিছা তিরস্কার ॥

তোমরা দুজনে মোরে বলিলে হে কত ।

এমন কথায় কেবা না হয় বিরত ॥

রোহি । বিরক্ত হবার কথা এ নহে ।

সুভদ্রাকে দেখি অন্তর দহে ॥

হইলে বিবাহ হইত ছেলে ।

প্রবোধিয়া কত রক্ষিব টেলে ॥





২ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগ স্থল ।

পাত্র অন্বেষণ কর স্বরিতে ।

এখনি উচিত বিবাহ দিতে ॥

সুভদ্রা বড়ই সুবোধ মেয়ে ।

কোন দিক্‌পানে না দেখে চেয়ে ॥

আর নহে তারে অনুঢ়া রাখা ।

হয়েছে উদয় রতির সখা ॥

আপনে আপনি বুঝ মননে ।

এত সহ করা যায় কেমনে ॥

বসু ! অধিক তোমারে তার বলিতে হবেনা আর

আছি সদা ইহাতে সচেষ্ট ।

হলধর দামোদর দুই ভাই বীরবর

তাহে তারা সর্ব গুণ শ্রেষ্ঠ ॥

তাহাদের ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া

কল্য প্রাতে সব হবে স্থির ।

রজনী অধিক নাই শয্যা গৃহে চল যাই

ক্রমে নষ্ট হতেছে তিমির ॥

নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি

জাগিতে কি প্রয়োজন আর ।

ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে

কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার ॥

২ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

( অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই  
আপন আপন শয্যাগারে গমন পূর্বক শয়ন  
করিলেন । )

### দ্বিতীয় সংযোগস্থল ।

বসুদেবের উপবেশনসংগার ।

বসুদেব প্রবেশ করিলেন ।

বসু । ওখানে কে আছে ?

( দ্বারী আগমন করিল )

দ্বারী । কি আজ্ঞা মহারাজ ।

বসু । দ্বারিন্, তুমি বলদেবকে ডাকিয়া আন ।

দ্বারী । যে আজ্ঞা প্রভো ।

( দ্বারী গমন করিল এবং বলদেব আগমন  
করিয়া প্রণাম করিলেন )

বল । আমাকে কি প্রয়োজনে স্মরণ করিয়াছেন,  
আপনকার শারীরিক কোন পীড়াত হয় নাই ?

বসু । চিরজীবী হও । না বাপু, আমি শারীরিক  
পীড়িত নহি, কিন্তু মনঃপীড়ায় কাতর ।

২ অঙ্ক]

[২ সংযোগ স্থল।

বল। আপনকার কিসের অভাব, আর কি দুঃখই  
বা উপস্থিত হইয়াছে যে আন্তরিক পীড়িত  
আছেন?

বসু। তোমরা উপযুক্ত সম্মান। তোমরা থাকিতে  
আমার কিছুই অভাব নাই এবং অন্য কোন  
ক্লেশের সম্ভাবনাও নাই—।

বল। মনঃপীড়ার হেতু কি?

বসু। তোমাদিগের জননীদ্বয়।

বল। জননীদ্বয় হইতে কি মনঃপীড়া প্রাপ্ত হই-  
তেছেন।

বসু। তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তির-  
স্কার করিয়াছেন।

বল। হে পিতঃ, ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বসু। তাহার কারণ সুভদ্রা।

বল। সুভদ্রার কারণ আপনাকে তিরস্কার করি-  
বেন কেন? আপনি কি সুভদ্রা প্রতি ক্রোধ, কি  
তাড়না করিয়াছেন? কিহ্মা তাহাকে দুরবস্থায়  
রাখিয়াছেন, যে তাহাতেই তাহারা আপনাকে  
অনুযোগ করেন।

বসু। সুভদ্রার উপর লাগও করি নাই, দুরবস্থা-

২ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

তেও রাখি নাই, এবং তাড়নাও করি নাই ।

বল । তবে তাঁহারা মিথ্যানুযোগ করিলেন কেন ? ”

বসু । সম্প্রাপ্ত যৌবনাবস্থা সুভদ্রা সম্প্রতি ।

অনুচা রাখিতে নাই এমন সন্ততি ॥

ইহাতে চঞ্চল চিত্ত হইয়া জানাই ।

উপযুক্ত হও পুত্র তুমি ও কানাই ॥

এই হেতু হইয়াছি আমরা বিমর্ষ ।

সুভদ্রা বিবাহ হেতু কর পরামর্শ ॥

যত দিন না হয় ভদ্রার পরিণয় ।

ততদিন বাপু মম চিত্ত স্থির নয় ॥

এ কারণ পাইয়াছি বহু অনুযোগ ।

অতএব পুত্র এর করহ সুযোগ ॥

বল । এ হেতু উদ্ভিন্ন পিতঃ কিসের কারণ ।

চঞ্চল হওনে আর নাহি প্রয়োজন ॥

বসু । সুভদ্রা সামান্য নয় বুঝিবে অন্তরে ।

অর্পণ করিতে হবে উপযুক্ত বরে ॥

যদুবংশীয়ের কন্যা সুভদ্রা আমার ।

উপযুক্ত সুন্দর সুপাত্র চাহি তার ॥

বল । উদ্ভিন্ন ইহাতে আর হইতে হবে না ।

উপযুক্ত পাত্র হেতু আটক রবে না ॥

২ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

বসু । অধিক বিলম্ব আর করা শ্রেয়ঃ নয়

শীঘ্র করি কর বাহা পরামর্শ হয় ।

কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহ এই সমাচার ।

উভয়ে মিলিয়া কর ব্যবস্থা ইহার ।

বল । না পিতা কৃষ্ণকে আমি নাহি জানাইব ।

সুভদ্দার বরপাত্র নিজে আনাইব ।

বসু । কেন বাপু কৃষ্ণকে করিছ তুমি ভয় ।

উভয়ে হইলে এক্য আরো ভাল হয় ।

বল । যে পাত্র করিব স্থির ভদ্দার কারণ ।

শুনিলে কৃষ্ণের তাহে না হবে মনন ।

বসু । তব মনোনীত পাত্রে কিম্বের কারণ ।

সম্মত না হবে বল শ্রীমধুসূদন ।

বল । মনন করেছি আমি রাজা দুর্যোধনে ।

সর্বশ্রেষ্ঠ বরপাত্র সুভদ্দা কারণে ।

শ্রীকৃষ্ণ করেন সদা পাণ্ডবেরে প্রীতি ।

ধৃতরাষ্ট্র তনয়ে না হবে মনোনীত ।

দুর্যোধন বিনা পাত্র না পাই দেখিতে ।

আর কারে দিব বিয়া সুভদ্দা সহিতে ।

ধন মান কুল শীল রূপ গুণোত্তম ।

বিক্রমে বিশাল নাহি দুর্যোধন সম ।

২ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্কল ।

পৃথিবীর যত বীর তাহার অধীন ।

তারে হেরি করি অরি হয় শক্তি হীন ॥

ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র পাওয়া না যাইবে ।

তবে বল সুভদ্রাকে কারে সমর্পিবে ॥

তাই বলি কৃষ্ণকে সংবাদ নাহি দিব ।

তাহার অজ্ঞাতে আমি পাত্র আনাইব ॥

বসু । দুর্যোধনে যদি সেই দেবকী নন্দন ।

বৈরি ভাবে সদা তারে করে দরশন ॥

ইহার কারণে মম হইতেছে ভয় ।

কৃষ্ণের অমতে বিয়া হয় কি না হয় ॥

বৈরিকে করিতে দান সম্মত নহিবে ।

সুভদ্রা বিবাহ হেতু প্রমাদ হইবে ॥

বল । ভয় নাই পিতা আমি করিব বিহিত ।

দামোদর না পারিবে জানিতে কিঞ্চিৎ ॥

গোপনে গোপনে আমি পাত্র আনাইব ।

গোপনে সাধিব কার্য নাহি জানাইব ॥

বিবাহ হইয়া গেলে কৃষ্ণ কি করিবে ।

তখন কি অন্ত্র জনে অর্পিতে পারিবে ॥

নিশ্চিন্ত থাকুন্ পিতা অজিয়া ভাবনা ।

ভদ্রার বিবাহ হেতু আপদ হবে না ॥

২ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

বসু । বয়সে আমারে দেখ বেষ্টন করেছে ।  
 ঘোঁবন কালের বুদ্ধি সমস্ত হয়েছে ॥  
 বৃদ্ধ হৈলে সবে বলে বুদ্ধি হয় লোপ ।  
 ভাল মন্দ না বুঝিয়া মদ্য করে কোপ ॥  
 বুদ্ধির ত্রাসতা হলে সব হয় ত্রাস ।  
 প্রতিফণে সব কর্মে ভ্রমের বিকাশ ॥  
 তুমি বাপু জ্যেষ্ঠ পুত্র কি কব তোমায়ে ।  
 তাহে অতি বুদ্ধিমান্ সকল প্রকারে ॥  
 করিবে এমত কার্য সব দিক্ রয় ।  
 কৃষ্ণের সহিত যেন কলহ না হয় ॥

বল । শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলহ কেন হবে ।  
 করিব এমত কার্য সব দিক্ রবে ॥  
 মমানুজ কৃষ্ণ আমি তার জ্যেষ্ঠ ভাই ।  
 কলহ হবেনা কভু কোন ভয় নাই ॥  
 অধিক কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 নিজ নিযোজিত কর্মে করন্ গমন ॥  
 হএছে অধিক্ বেল। আর কার্য নাই ।  
 আমিও আমার নিজাক্রিয়া হেতু যাই ॥  
 ( বলদেব গমন করিলেন )

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্থল ।

### তৃতীয় সংযোগস্থল ।

যদুপুরীর অন্তঃপুর ।

দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী

প্রবেশ করিল ।

রোহি । সুভদ্রার বিবাহের কি হইল, কিছু শুন-  
য়াছ দিদি ?

দেব । না ভগিনি, কৈ, কিছুইত শুনি নাই । তুমি  
কি কিছু জান ?

রোহি । বলাইকে বসুদেব ডাকাইয়াছিলেন ।

দেব । হাঁ, বলাই আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কি কথা  
বার্তা হইয়াছে তাহা শুনি নাই ।

রোহি । আমি বসুদেবের পাশ্বে ঘরে ছিলাম,  
সকল কথাই শ্রবণ করিয়াছি ।

দেব । বিবাহের কথা কি শুনিয়াছ, কহ দেখি ।

রোহি । বরটি নাকি বড় ভাল ।

দেব । কে বল দেখি ।

রোহি । রাজা দুর্যোধন ।

দেব । আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড় দুষ্ট  
চরিত্র ?

রোহি । বিলক্ষণ সে কি কথা ? এমন হবে না ।



২ অঙ্ক]

[ ৩ সংযোগ স্থল।

দেব। হাঁ আমি জানি, সে পাণ্ডবগণকে একেবারে  
নিধন করিতে নানাশ্রকার কুমন্ত্রণা করিয়াছিল,  
সে অতি প্রতারক।

রোহি। আমি তা বলিতে পারি না।

দেব। আবার তার বাপ কাণা।

রোহি। তার বাপ অন্ধ, তাতে ক্ষতি কি? সেত  
কাণা নয়।

দেব। ও মা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে।  
একে দুর্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা  
কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে  
কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে।  
ও মা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে?  
তাতে কুটস্থিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ  
বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয়  
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি  
পর্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের  
মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি  
খাট দুঃখের কথা?

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্থল ।

রোহি । রাণা ধৃতরাষ্ট্র কুরু কুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি  
যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র কাণা  
বটেন, কিন্তু তাহাতে দুর্যোধনত অন্ধ হইবে না  
আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছে,  
এহেতু সুভদ্রাকেত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে  
না । অতএব ইহাতে দোষ কি? . . .

সহ । কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমিত এই পাড়ার  
একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ,  
রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা  
কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে  
দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী  
হয় না ।

প্রতি । হাঁ গো বোন, আমি বিবেচনা করিয়াছি ।  
দেবকী রোহিণী, উদারাত সেদিনকার মেয়ে ।  
আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি ।

সহ । ভাল ওঁর বেয়াই কাণা, তাতে ওঁর কি  
আটক থাকে, বেয়াএর সজ্জত ওঁদের কাহা-  
রো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি  
এত খেদিত হইতেছেন কেন ।

প্রতি । হাঁ, তাইত বটে; বেস বলেহিস্, সুভদ্রার

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্থল ।

বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির  
সর্বত্র সুন্দর হইলেই ভাল । তার বাপ কাণাই  
হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ওঁদেরত  
কিছু বাধিবে না ।

সহ । ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর  
দেখি । উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয়  
জ্ঞান করিতেছেন ।

প্রতি । হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার  
সম্পর্ক, কাণা হইলেত সেটি হবে না ।

দেব । তোমরা রহস্য করিতেছ, কর । আমি এ স্নে-  
হোক্তির মধ্যে নাই আমার কোঁতুক করিবার  
সময় নহে ।

প্রতি । ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি  
রাগ করিতে হয় । তোমাদের মেয়ের বিয়া  
তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে । যাহা ভাল  
বুঝ তাহাই কর । এস্থলে আমার থাকিবার প্র-  
য়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম ।

( প্রতিবাসিনী গনন করিল )

রৌহি । ভাল, উহারাই রহস্য করিতেছে, আমিও  
রহস্য করি নাই । তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ,

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগ স্কুল

যখন ভীষ্ম গান্ধার রাজার কন্যার সহিত ধৃতরা-  
ষ্ট্রের বিবাহের কথা উপস্থিত করিয়াছিলেন,  
তখন গান্ধার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ জানিয়াও  
কন্যাটী প্রদান করিতে অসম্মত হয়েন নাই,  
ইহার হেতু কি? রাজগণ মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ভুল্য  
শ্রেষ্ঠ আর কে আছে, অতএব ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ  
বলিয়া এ বিবাহের কোন প্রতিবন্ধক হইতে  
পারে না ।

দেব । আমি জানি দুর্যোধন অন্ধহীন নহে, রূপ-  
বান্ ও বীৰ্যবান্ বটে, কিন্তু কাণার বংশ  
বলিয়া একটা খোঁটা থাকিবে ।

সহ । আমি তোমাদের কথার উপর একটা কথা  
কই, বিরক্ত হইও না । প্রতিবাসিনী অভি-  
মানিনী হইয়া বিদায় হইয়াছে, কন্যাটী ভাল হয়  
নাই, সেত কোন কটুক্তি করে নাই ।

দেব । সহচরি, তুমি যাও, আমার দিব্য দিয়া তা-  
হাকে ডাকিয়া জ্ঞান ।

(সহচরী গমন করিল)

রোহি । ভাল, কাণা রাজার বংশ বলিয়া যতপি  
দুর্যোধন হয় হয়, তবে বল দে' আমরা

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

কেমন ঘরে পড়িয়াছি? পিতা উগ্রসেন আমা-  
দিগকে কোন্ বংশীয় পাত্রকে প্রদান করি-  
য়াছেন।

দেব। কেন, ভারত ভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ বংশে।

রোহি। ভাল, সেই বংশ কোন্ নামে বিখ্যাত।

দেব। কেন, যদুবংশ, যে বংশে আমাদের  
গর্ভে বিষ্ণু ও মহাবিষ্ণু, সামান্য মানবের স্থায়  
কঠর যজ্ঞা ভোগ করিয়া মানবগণের তারণ  
কারণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রোহি। ভাল, ঐ যদুর পিতা কে।

দেব। যদুর পিতা রাজা যযাতি। তিনি সামান্য  
মনুষ্য ছিলেন না। সেই ব্যক্তি স্বশরীরে সুর-  
পুরের সকল লোক ভোগ করিয়াছেন।

রোহি। তবেইত দিদি, তুমি কহিতেছ ধৃতরাষ্ট্র  
অন্ধ; ভাল, তাহার একটা অঙ্গ বৈত হীন নয়।  
কিন্তু যযাতির কিপর্যন্ত দুরবস্থা না হইয়াছিল।  
পৃথিবীর তাবৎ রোগ তাহার শরীরে নিবাস  
করিত, তাহার সকল অঙ্গ ক্ষত এবং পাপ  
রোগে পরিপূর্ণ ছিল। যতপি ধৃতরাষ্ট্র কেবল  
অন্ধ হওয়াতে দুর্যোধন দোষী, তবে তোমার

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

মতে যযাতি বংশীয় কন্যা সুভদ্রা তাহা হই-  
তেও অধম, ইহাতে দুর্যোধনকে সম্প্রদান  
করণের হানি কি ?

( সহচরী ও প্রতিবাসিনী পুনরাগমন করিল )

দেব। যযাতি যে অরাগ্রস্থ হইয়াছিলেন তাহার  
কারণ শূক্র শাপ, আর সে শাপও মোচন  
হইয়াছে।

রোহি। কিন্তু গুরুতর পাতক না হইলে কেহ অরা-  
গ্রস্থ হয় না, অতএব ইহার দ্বারাই বিবেচনা  
করিয়া দেখ, এই দুই জনের মধ্যে কে আত্ম-  
স্তিক পাপী ?

প্রতি। নিকটে থাকিতে গেলেই একটা কথা কহি-  
তে হয়, ইহাতে ভালই বল বা মন্দই বল;  
তোমরা কি মিছা কথা নিয়া পরস্পর কলহ  
করিবে, না আপনাদের কর্ম দেখিবে ?

সহ। হাঁ গো সহচরি তাহাইত দেখিতে পাই,  
লোকে বলে লক্ষ কথা নহিলে বিবাহ হয় না,  
এঁরা যে এই কলহতেই লক্ষ কথা পুরণ করি-  
লেন, এখনো প্রধান কর্ম আছে।

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

প্রতি । তোমাদের সে কলহে কিবা প্রয়োজন ।

কুর্ভা বসুদেব রাম কানাই নন্দন ॥

তাহারাত বেটাছেলে ভাল বুদ্ধি ধরে ।

তোমরা বিবাদ কেন কর তার তরে ॥

দশ জন ঘটক কুলীন আনাইয়া ।

তারাই করিবে কৰ্ম লোক জানাইয়া ॥

তাহারা বুঝিবে ভাল যাতে ভাল হবে ।

তোমরা কলহ করি মর কেন তবে ॥

দেব । না গো বোন্ বাকড়ার কথা ইহা নয় ।

কিছু খুঁত থাকিলে কহিতে কিছু হয় ॥

রোহি । আমিও ইহাতে কিছু মন্দ বলি নাই ।

কিসে হইলাম দোষী একি গো বালাই ॥

দেব । যযাতির নাম তুমি উল্লেখ করিলে ।

সদসৎ বিবেচনা করে না দেখিলে ॥

মহা । কেন কথা বাড়াতেছ ওগো ঠাকুরাণী ।

এখন সম্বন্ধ স্থির হয় নাই জানি ॥

লগ্ন পত্র হবে আগে দিন স্থির হবে ।

ইহা সব হইলে বিবাহ হবে তবে ॥

এখন কোথায় কিবা তার ঠিক নাই ।

কথায় কথায় কেন বাড়্য ও বালাই ॥

২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল

প্রতি । বটেত বিবাহ এক কথাতে কি হয় ।

কত আসে কত যায় তাহা স্থির নয় ॥

সুভদ্রার যেখানে থাকিবে ভবিতব্য ।

সেইখানে হইবেক করাই কর্তব্য ॥

মহ । বিধাতার নির্বন্ধ সে অন্ত কিছু নয় ।

কার ভাণ্ডে কিবা ঘটে নিগয় না হয় ॥

দিলেও হয় না দেখে ভাল ঘর বর ।

ললাটে যা থাকে তাহা হয় অতঃপর ॥

সুভদ্রার ভাণ্ডে যদি থাকে সোণা দানা ।

কি আটক খাবে পুত্রাঙ্ক হলে কাণা ॥

সোণা দানা ছি ছি হবে অন্ধেতে তাহার ।

দুই পায়ে নাড়াইবে রত্ন অলঙ্কার ॥

তব ভদ্রা শত্রুর মুখেতে ছাই দিয়ে ।

মুখেতে করিবে ঘর কন্ডা পুত্র নিয়ে ॥

পাকা কেশে সিন্দূর পরিবে চিরকাল ।

হাতে নোয়া ক্ষয় হবে জীবে যত কাল ॥

ভাল মন্দ বাছা বাছি তোমরা করিলে ।

কার বল সুখ হয় ভাণ্ডে না থাকিলে ॥

ভাল দেখে দিওত হয় জানে দেশ জুড়ে ।

কিন্তু ভাণ্ড মন্দ হলে যায় উড়ে পুড়ে ॥



২ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

জলাটেতে সুখ যদি বিধি লিখে থাকে ।  
 কার সাধ্য আছে বল ঘুচাইবে তাকে ॥  
 হুঁই চাপা আগুন কপাল পাতা চাপা ।  
 কথাতেই লোকে বলে নাই থাকে চাপা ॥  
 যখন যাহার হয় সৌভাগ্য উদয় ।  
 নাটি মুটা ধরে যদি সোণা মুটা হয় ॥  
 আর পাঁচ কথায় এখন কায নাই ।  
 আপনারা যার যার কর্মে চল যাই ॥

প্রতি । ভাল বলেছি সুতরাং ওগো সহচরি ।  
 কেন মিছে এখন বচসা করে মরি ॥  
 কোথা কি ঠিকানা নাই কবে হবে বিয়া ।  
 এখন কলহ করি মর কি লাগিয়া ॥

( এই কথোপকথনানন্তর প্রতিবাসিনী বিদায় হইল  
 এবং আর আর সকলেই গৃহ কর্মে গমন  
 করিল । )

৩ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগস্থল ।

## তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম সংযোগস্থল ।

প্রভাস তীর্থ, অজুনের আগমন ।

দারুক, গ্রহরী, ও একজন সেনা প্রবেশ

করিল ।

সেনা । তোমরা এই ব্যক্তিকে কখন দেখিয়াছ  
স্মরণ হয় ? ( অজুনকে দেখাইয়া কহিতেছে )

গ্রহ । অনুভব হয় বটে, কখন দেখিয়া থাকিব ।

সেনা । এ ব্যক্তির অবয়ব কৃষ্ণের স্থায় বোধ হই-  
তেছে, নয় ?

গ্রহ । বটে, কৃষ্ণ হইতে কিছুই প্রভেদ বোধ  
হয় না ।

সেনা । বোধ হয়, ইহাকে পূর্বে দেখিয়াছি ।

গ্রহ । অবশ্যই দেখিয়া থাকিব, সন্দেহ নাই । কিন্তু  
কোথায়, তাহা স্মরণ হয় না ।

সেনা । বোধ হয়, আমাদিগের কৃষ্ণের সমভিব্য-  
হারে দেখিয়াছি ।

গ্রহ । হাঁ হাঁ বটে, কৃষ্ণের সহিত রথারোহণে ভ্রমণ  
করিতে দেখিয়াছি । দারুক, এ ব্যক্তিকে তোমার  
জানা উচিত ।

৩ অঙ্ক]

[ ১ সংযোগস্থল।

দারু। হাঁ হাঁ বটে, পাণ্ডুপুত্র অজুন, যুধিষ্ঠিরের  
ভ্রাতা।

সেনা। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের অতি প্রিয়, নয়?

দারু। হাঁ পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের অনুগত, এবং কৃষ্ণও  
তাহাদিগের বশীভূত। চল, সকলে গিয়া অজু-  
নকে প্রণিপাত করি, এবং তাঁহার আগমন  
সংবাদ কৃষ্ণকে জানাই।

সকলে। হাঁ, উচিত।

( সকলে গিয়া অজুনকে প্রণাম করিল )

অজু। দারুক, তোমরা সকলেত ভাল আছ।

দারু। হাঁ মহাশয়, আপনকার আশীর্ব্বাদে সমস্তই  
মঙ্গল।

অজু। কৃষ্ণ, বলদেব, মাতুলানীগণ ও অন্যান্য  
ষদুগণ, ইহারা সকলেত সুস্থাবস্থায় আছেন?

দারু। হাঁ প্রভো, সকলে কুশলে আছেন।

অজু। আমি কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইব,  
তুমি আমার সহিত চল।

দারু। না প্রভো, আপনি কিঞ্চিৎকাল এইস্থানে  
অবস্থিতি করুন, প্রহরী ও সেনা আপনকার নি-  
কটে রহিল। আমি আপনকার শুভাগমন সং-

[ ৩ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

বাদ প্রদানার্থে কৃষ্ণের নিকট চলিলাম । কৃষ্ণের  
সমভিব্যাহারে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি ।

( দারুক গমন করিল )

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ।

কৃষ্ণের সভা ।

দারুক প্রবেশ করিল ।

দারু । প্রণাম প্রভো ।

কৃষ্ণ । দারুক, কি সংবাদ ?

দারু । আনন্দ জনক বটে ।

কৃষ্ণ । কি শুব সংবাদ, শীঘ্র কহ ।

দারু । আপনকার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র আগমন  
করিয়াছেন ।

কৃষ্ণ । কে, এবং কোথায় ?

দারু । পাণ্ডুপুত্র অজুন, প্রভাস তীর্থে ।

কৃষ্ণ । সত্য ? আহা কি আনন্দকর খনি তোমার বদন  
হইতে বহির্গত হইল ! অবগ্ন মাত্রেই আমার চিত্ত

৩ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগ স্থল ।

পুলকিত ও কায় লোমাক্ষিত হইয়া উঠিল ।  
 আহা, অহা কি সুপ্রভাত ! কি আমোদের দিবা !  
 আমার প্রিয় সখা অর্জুন আগমন করিয়াছেন ।  
 দারুক, এক কন্ম কর, রৈবত পর্বতোপরি আ-  
 মার মনোরম উপবনের অটালিকাতে অর্জু-  
 নের আবাস স্থান হইবে, তাহার উদ্দেশ্য কর.  
 অন্তঃপুর মধ্যে অর্জুনের আগমন সংবাদ প্রেরণ  
 কর, ও শীঘ্র রথ সজ্জা করিয়া আন ।

( দারুক গমন করিল )

সহচরী প্রবেশ করিল ।

কৃষ্ণ । সহচরি, আমার মহিলাগণকে সজ্জীভূত  
 হইয়া দ্বারা প্রস্তুত হইতে কহ । চতুর্দোলাদি  
 লইয়া বাহকেরা দণ্ডায়মান আছে; তাহাদিগকে  
 রৈবত পর্বতোপরি উপবনের অটালিকাতে  
 অর্জুনের আহ্বানার্থ যাইতে হইবেক, আর  
 অন্যান্য কুলকামিনীগণের মধ্যে যাহারা যাইতে  
 ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও সজ্জীভূত হইতে  
 কহ ।

সহ । যে আজ্ঞা প্রভো,

( সহচরী গমন করিল )

৩ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

দারুক পুনরাগমন করিল ।

দারুক । হে প্রভো দ্বারকানাথ, রথ উপস্থিত ।

কৃষ্ণ । ভাল দারুক, গমন করিতেছি । অহে তোমরা

( অন্যান্য ব্যক্তিকে কহিতেছেন )

সকলে নৈবত পৰ্বতে গমন কর । আমি রথ-  
রোহণে প্রভাস তীর্থ হইতে অৰ্জুনকে লইয়া  
দ্বারা যাইতেছি ।

মহাচরী পুনঃ প্রবেশ করিল ।

মহা । প্রভো, অঙ্গনারা সকলেই প্রস্তুত হইয়াছেন ।

কৃষ্ণ । বাহকগণ, তোমরা কুলাঙ্গনাগণকে ঐ স্থানে  
লইয়া যাও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি ।

( সকলে গমন করিল )

—oo—

তৃতীয় সংযোগস্থল ।

প্রভাস তীর্থ, অৰ্জুনের নিকট কৃষ্ণ ও দারুক  
প্রবেশ করিলেন ।

অৰ্জু । প্রণাম প্রভো ( দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন )

কৃষ্ণ । আইস ভ্রাতঃ, আলিঙ্গন করি ।

( উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন )

ও অক্ষ ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

ভাই, তোমার হৃদয় স্পর্শনে আমার বিরহ পরি-  
তাপ একেবারে স্নিগ্ধ হইল ।

‘অজু’ । হে দয়াময়, আপনকার দয়াতে কি না হয়,  
স্বীয় অনুগ্রহেতে সকলই বলিতে পারেন । আপ-  
নি বিশ্বকর্ত্তা, যাহা মনে করেন তাহাই করিতে  
পারেন, কিন্তু এ অধম ঐ ক্রোড়ের যোগ্য কথ-  
নই নহে ।

কৃষ্ণ । যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, এবং আমার  
পিতৃশ্রমা কুন্তী ঠাকুরাণী, ইহারা কেমন  
আছেন ?

অজু । প্রায় দ্বাদশবৎসর হইল আমি ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়া ।

কৃষ্ণ । ভাই, কি নিমিত্ত ?

অজু । দ্রৌপদী সহবাস বিষয়ে নারদ যে সন্ধি  
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমি লঙ্ঘন করি-  
য়াছি, এজন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতেছি, অতএব  
কোন সংবাদ জ্ঞাতা নহি ।

কৃষ্ণ । ভাল, এক্ষণে চল রৈবত পর্ব্বতোপরি গমন  
করি, তত্রস্থ অটালিকাতে যদুগণ স্ত্রী পুরুষে  
তোমার সম্ভাষণার্থ প্রতীক্ষা করিতেছে । দা-  
রুক, তুমি কোথায় ?

ও অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

দারু । কি আজ্ঞা ?

কৃষ্ণ । রথ প্রস্তুত আছে?

দারু । আজ্ঞা হাঁ ।

কৃষ্ণ । চল ভাই অজুর্ন, আমরা রথারোহণ করি ।

আর এ স্থানে কালব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই

অজুর্ন । যে আজ্ঞা প্রভো, চলুন ।

( সকলে রথারোহণ করিয়া গমন করিলেন )

— ০০ —

## চতুর্থ সংযোগস্থল ।

পর্ব্বতোপরি অটালিকা ।

সত্যভামা ও সুভদ্রা প্রবেশ করিলেন ।

সুভ । কি কারণে সত্যভামা এত কলরব ।

সকলের মনেতে উদয় মহোৎসব ॥

যদু সেনাগণ সব দিয়াছে কাতার ।

ধ্বজা পতাকাঙ্গি দেখি হাজার হাজার ॥

রথ হস্তী তুরঙ্গ দাঁড়ায়ে সারি সারি ।

বেণ বীণা মৃদঙ্গ বাজিছে তুরী ভেরী ॥



৩ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

নর্তকী করিছে নৃত্য গায়কেতে গান ।

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মুনি ঋষিগণ ।

বেদ পাঠ করিছে ভারত রামায়ণ ॥

নানাবিধ মিষ্টে অন্ন করিছে ব্রাহ্মণ ।

পাচকে করিছে পাক বিবিধ ব্যঞ্জন ॥

অতি ব্যস্ত দেখিতেছি কি হেতু দাদারে ।

কহ্ সত্‌ভান্না এর কারণ আমারে ॥

সত্‌ । বহুদিনে দিল দেখা অজুন কক্ষের সখা,

পাণ্ডুরাজ তনয় সুদীর ।

সেই পার্থধনুধর অকাটা যাহার শর

তাহার সমান নাহি বীর ॥

পাইয়া বান্ধব রত্ন শ্রীকৃষ্ণ করিয়া যত্ন

করিছেন নানা আয়োজন ।

এইহেতু কোলাহল দাঁড়ায়েছে সৈন্ত দল

করিতে অজুনে আবাহন ॥

দাসীর মুখেতে শুনি তাই মনে অনুমানি

প্রতীক্ষা করিছে এরা সব ।

হেন বুঝি কৃষ্ণ তারে গিয়াছেন আনিবারে

ইহাতে উদয় মহোৎসব ॥

৩ অঙ্ক ]

[৪ সংযোগস্থল ।

সূভ । কি রূপে করিলে স্থির ধনঞ্জয় মহাবীর  
তুমি তাঁরে কেমনে জানিলে ।

তুমি নারী কুলবতী অন্তঃপুরে সদা স্থিতি  
এ সংবাদ কে তোমারে দিলে ॥

সত্য । কৃষ্ণের বদনে শূনি পার্থবীর চূড়ামণি  
না শুনিলে জানিব কেমনে ।  
ধনঞ্জয় অতি বোদ্ধা তাঁর সম্মানাহি যোদ্ধা  
দেবাসুর ভয় করে রণে ॥

সূভ । সুরাসুরে করে ভয় নরেতে এমন হয়  
ইহা নাহি জানি কোন কালে ।  
দেবের অধীন নর জানা আছে পূর্কপার  
এ কথা যে আশ্চর্য্য শুনালে ॥  
পাইয়া কি নিদর্শন করিয়াছ নিরূপণ  
বীরাগ্রগণ্য সে ধনঞ্জয় ।

কি শূনেছ কৃষ্ণভাষ ভাঙ্গিয়া কর একাংশ  
তবে মম হইবে প্রত্যয় ॥

সত্য । পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই নহে তারা নর ।  
পঞ্চ রূপে অবতীর্ণ পঞ্চটি অমর ॥  
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নির্জ্ঞে ভীম সমীরণ ।  
ধনঞ্জয় সচীপতি শীত্রে নিরূপণ ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

নকুল ও মহাদেব অশ্বিনীকুমার ।  
 যুগল রূপেতে তারা যুগ্ম অবতার ॥  
 কহিয়াছিলেন হরি এই সমাচার । .  
 পাণ্ডবেরা দেবগণ মনুষ্য আকার ॥  
 আর মোরে কহিয়াছিলেন হৃষীকেশ ।  
 অর্জুনের যশে পরিপূর্ণ সর্ব দেশ ॥  
 দ্রোণদ করিয়াছিল লক্ষ্যভেদি পণ ।  
 শুনিয়া আসিয়াছিল যত বীরগণ ॥  
 অরাসন্ধ শালু শিশুপাল দুর্যোধন ।  
 দ্রোণ কৃপ সূর্যসুত গদ্যার নন্দন ॥  
 লক্ষ্য লক্ষ্যে অশঙ্ক হইলে বীরগণ ।  
 করিয়াছিলেন পার্থ প্রতিজ্ঞা পালন ॥  
 অর্জুন বিক্রিয়া লক্ষ্য জিনিলা সবারে ।  
 ক্রোধভরে বীরগণ ঘেরিলা তাহারে ॥  
 একা পার্থ জিনিলা সকল বীরগণে ।  
 অর্জুনের সমবীর কে আছে ভুবনে ॥  
 সুভ । অর্জুন বিক্রিয়া লক্ষ্য জানে সর্বজন  
 কৃষ্ণারে করিলা কেন বিয়াপঞ্চ জন ॥  
 শুনিয়াছি হেন কথা নাহি পড়ে মনে  
 এক নারী বিবাহ করিতে গন্ধর্ভনে ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগ স্থল ।

সত্য । জননীৰ আজ্ঞাবহ ছিলা পঞ্চজন ।

তাঁহার আজ্ঞাতে হয় বিবাহ ঘটন ॥

সুভ । কুন্তী ঠাকুরাণী কেন হেন আজ্ঞা দিলা ।

পঞ্চ ভাই এক নারী বিবাহ করিলা ॥

ভোজের নন্দিনী তিনি ধর্ম্য পরায়ণা ।

তাঁহা হৈতে হৈল কেন এমন ঘটনা ॥

সত্য । জ্যো গৃহে উত্তীর্ণ হয়ে ভাই পঞ্চজন ।

জননী সহিত বনে করিলা গমন ॥

রাজ আভরণ অজি ব্রাহ্মণের বেশে ।

উপস্থিত হইলেন একচক্রা দেশে ॥

কুন্তকার গৃহেতে ছিলেন ছয় জন ।

নগরে করিয়া ভিক্ষা ধরিত জীবন ॥

কৃষ্ণার বিবাহ বার্তা শুনিয়া শ্রবণে ।

পঞ্চ ভাই উপনীত দ্রৌপদ ভবনে ॥

লক্ষ্যভেদি অর্জুন লইয়া দ্রৌপদীরে ।

বিবাহার্থে সমর্পিলা রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥

ব্রহ্মচারি পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত ।

কুন্তকার গৃহে আশ্রি হৈলা উপস্থিত ॥

ভাবিত ছিলেন কুন্তী কহিলা তথায় ।

কি জন্ম বিলম্ব এত হইল কোথায় ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

অজুন কহিলা মাতা শুন বিবরণ ।  
 পেয়েছি উত্তম ভিক্ষা কর সন্দর্শন ॥  
 কুন্তী কহিলেন বাপু পাইয়াছ যাহা ।  
 পঞ্চ ভাই বণ্টন করিয়া লও তাহা ॥  
 ইহা শূনি পঞ্চ ভাই জননী আজ্ঞায় ।  
 করিলেন পরিণয় দ্রৌপদ সূতায় ॥

সুভ । 'সত্ৰভামে, তোমার বাক্য শ্রবণে আমি আ-  
 শ্চর্যান্বিতা হইলাম । ভোজ নন্দিনী যথার্থ  
 ভিক্ষা জানিয়াই পঞ্চজনকে বাঁটিয়া লইতে  
 কহিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা কিরূপে বিবাহ  
 করিলেন, আর দ্রৌপদীই বা কেমন, যে পঞ্চ  
 ভর্তৃতে অনুরক্তা হইলেন ।

সহচরী প্রবেশ করিল ।

সহ । তোমরা মগ্নচিত্তে এত কি পরামর্শ করিতেছ?  
 অস্ত্র কোন সংবাদ রাখ?

উভয়ে । সহচরি, নূতন সংবাদ কি?

সহ । তোমরা এখানে কি করিতেছ? দেখ, কামিনী  
 গণ, কেহ ঘাটে, কেহ মাঠে, কেহ ছাদে, কেহ  
 পথে, কেহ গবাক্ষে থাকিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ  
 করিতেছে । চল, ছাদের উপর গমন করি ।

৩ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

সকলেই অৰ্জুনকে দেখিতে চাতকিনীর ন্যায়।  
রাজবর্ষা দৃষ্টি করিতেছে ।

মত্ৰ ! সুভদ্রে, চল আমরাও ছাদের উপর যাই,  
অৰ্জুনই আসিতেছেন বটে । শ্রবণ কর, এ  
পাঞ্চজন্তু বাজিতেছে ।

সুভ । হাঁ গো, সেই শব্দ ধনিই বটে । চল গিয়া  
অৰ্জুনকে দেখি । সহচরি, আয় গো আয় ।

সহ । তোমরা অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি ।  
( সকলেই গমন করিলেন )

পঞ্চম সংযোগস্থল ।

রাজবর্ষা ।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক  
প্রবেশ করিল ।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে ।

রাগিনী পরজ কালাংড়া । তাল ধিমা তেতালা ।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা ।

সুখা ক্রুদে ডুবি যেন এপ্রাণ হারাই ॥

চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,

মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই ॥

৩ অঙ্ক]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

বাতু ! বেটা তুই কি গান করিতেছিস্ ?

মদ্য ! ওরে শালা মার'নাম গাইতেছি ।

বাতু ! তুই শালা মদ খাইয়াছিস্ । উঃ—শালার  
মুখে গন্ধ দেখ ।

মদ্য ! আমি মদ খাইয়াছি তো'র কি ? আজ বড়  
খুসি আছি, দেখ্ শালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে,  
ও'র ভিতর অজুন আছে ।

বাতু ! কৈ রে বেটা অজুন কোথা,—তুই বেটা কয়  
পাত্র খাইয়াছিস্ ।

মদ্য ! কয় পাত্র,—ওরে শালা অগুন্টি—অগুন্টি ।  
সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অজু-  
নকে দেখে আবার খাব । আজ বড় আমোদ,  
তুই বেটা পাগল বৈভ নৈস্, তুই কি জানবি ।  
তো'র বুদ্ধি আছে না জ্ঞান আছে ।

( ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্বার  
গান আরম্ভ করিল । )

এ আসিতেছে অজুন ।

আমি মদের জন্তে হব খুন ॥

যখন অজুন আসবে কাছে ।

তার কাছে ভিক্ষা চাই,

৩ অঙ্ক ]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,

তাই দিবে মদ কিনে খাব ।

এ আস্তেছে অজু'ন ।

১ পথি । এ দেখ ভাই, এক জন মাতাল নৃত্য গীত  
করিতেছে । চল নিকটে গিয়া দেখি ।

২ পথি । না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত  
নহে । মাতালের কি জ্ঞান থাকে ? সে' কি  
বলিতে কি বলিবে । লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি,  
ও মন্ত ইহাদের নিকট যাইবে না ।

৩ পথি । চলনা, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তে-  
মন তেমন করে, তাতে ভয় কি, গ্রহরী আছে ।

( সকলেই ক্রতগতিতে মাতালের নিকট গেল )

বাতু । তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ ।

মদ্য । শালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন ?

আমি তোর কি ধার ধারি । শালা তুই বেটা,  
তোর বাপ বেটা ।

বাতু । বেটাকে এমন ধাক্কা দিব এ খানায় গুঁজ-  
ড়িয়া রাখিব ।

মদ্য । কৈ আয় শালা মার দেখি ।

( দই জনে বাহুবল্লী আরম্ভ করিল )



প্রহরী প্রবেশ করিল ।

১ পৃথি । দেখ প্রহরিন, এই মদ্যপায়ী দৌরাভ্যা করিতেছে । ইহাকে নিবারণ কর ।

প্রহ । কি গোলমাল করিতেছি? চুপ্ কর নতুবা এখনি বন্ধিশালায় বন্ধি করিব ।

মদ্য । দেখ ভাই প্রহরিন, এই পাগল বেটা আমাকে 'গালি' দিতেছে, এ অর্জুন আসিতেছে, আজ আমোদের দিন, তাই ভাই কারণ করিয়াছি, অধিক শ্বাই নাই, বিশ পঁচিশ পাত্রের বেশী নয় ।

বাতু । এই শ্রীলা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, তাবৎ লোককে জিজ্ঞাসা কর ।

প্রহ । তোমরা দুই জনেই চুপ কর, নতুবা উভয়কেই বন্ধি করিয়া লইয়া যাইব ।

( এমত সময়ে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তি হইলেন )

মদ্য । ও ভাই সকল, এ দেখ কৃষ্ণের রথ আসিতেছে । আমাদের এক কৃষ্ণ ছিলেন আবার দুইটা হইয়াছেন । এ কি, তবে অর্জুন কোথায় ?

২ পৃথি । মত্ত বটে; এ মাতালটা বাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা নহে । কৈ—অর্জুন কৈ ? দুই জনকেই কৃষ্ণ বোধ হইতেছে ।

৩ অঙ্ক ]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

১ পথি । কৃষ্ণ কখন দুই জন হইবেন না, তিনি একই ।

২ পথি । তোমার কি চক্ষু নাই দেখিতে পাও না ।

১ পথি । একাবয়ব দুই জন বটে, কিন্তু দুই জন যে কৃষ্ণ হইবেন ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে ।

৩ পথি । আমার বোধ হয়, কৃষ্ণের সখা উদ্ধব আনিতোছে ।

১ পথি । কৃষ্ণ একাকী অজুর্নকে আনিতো গিয়াছিলেন, দারুক মাত্র সারথি ছিল । কিন্তু অজুর্নই বা কোথা গেলেন, এবং উদ্ধবই বা কোথা হইতে আইলেন ?

মদ্র । হয়ত অজুর্ন পলাইয়াছে ।

বাতু । হাঁ তোর ভয়ে ।

প্রহ । আবার গোল করিতেছিন্ । যা এস্থান হইতে পলা, নতুবা অপমান হইবি ।

মদ্র । ভাই, আমি চুপ্ করেছি, আর কিছু বলিব না । তুমি এই পাগল বেটাকে থামাও এ শ্রীলা বড়ই অজ্ঞ করিতেছে ।

বাতু । দেখ প্রহরিন্, মাতাল শ্রীলা আবার আমাকে গালি দিতেছে, কুমি শুনিলে ।

৩ অঙ্ক ]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

প্রহ। ভাল তুই চুপ্ কর আর গালি দিবে না।

২ পথি। ওহে তোমরা উঁহাদিগের কথায় কাণ দিও না, রথ নিরীক্ষণ কর। এই দুই জনের মধ্যে কৃষ্ণই বা কে, ও অর্জুন অথবা উদ্ধবই বা কে?

৩ পথি। ওহে, অর্জুনত কেহই নয়। এক জন কৃষ্ণ ও অন্য জন উদ্ধব; দক্ষিণে কৃষ্ণ ও বামে উদ্ধব।

৪ পথি। কেন উদ্ধব উদ্ধব করিতেছ, উদ্ধবকে কোথায় পাইলে। উদ্ধব—উদ্ধব—একটা কি কথা পাইয়াছ, উদ্ধব কাহাকে দেখিলে?

৩ পথি। তুমি কোন্ দেশের লোক, উদ্ধবকে চিন না?

৪ পথি। না আমি চিনি না, তুমিত উদ্ধবকে চিনিয়াছ, সেই ভাল।

অন্যান্য পথি। হাঁ হাঁ উদ্ধবই বটে। উদ্ধব ও কৃষ্ণ প্রভেদ নাই। বামদিকে উদ্ধবই বটে।

৪ পথি। তোমরাও ঐ মূর্খের দলভুক্ত হইলে। ইন্দ্রপুত্র অর্জুন আসিতেছে। উদ্ধব কৈ? কৃষ্ণ অর্জুনকে আনিতে গিয়াছিলেন, উদ্ধবকে নহে, তবে উদ্ধব কোথা হইতে আসিবেন?

৩ অঙ্ক ]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

অন্ত্যান্ত পথি । বটে বটে, এ কথাও সত্য বটে,—হঁ,  
অজ্জুনই বটে, না, উদ্ধব নয় ।

৩ পথি । তোমারদিগের ক্রম দীর্ঘ জ্ঞান নাই, অজ্জু-  
নকে কখন স্বচক্ষে দেখিয়াছ যে উদ্ধব নয় উদ্ধব  
নয় বলিয়া একটা গোল করিয়া উঠিলে ।

৪ পথি । অরে মূর্খ, তোর অপর্যাপ্ত ক্রম ভাঙ্গিল না,  
কাহাকে উদ্ধব বলিতেছিস্? ভাই তোমরা সক-  
লে বিবেচনা করিয়া ঐ মূর্খকে জ্ঞান প্রদান কর ।  
কৃষ্ণ উদ্ধবের আনয়নার্থে এমত সমারোহ করি-  
বেন কেন ।

অন্ত্যান্ত পথি । বটেত, কৃষ্ণইবা উদ্ধবকে আনিতে  
যাইবেন কেন ।

অপর এক পথি । ও বড় মূর্খ । হয়ত পাগল হই-  
বে, তাই কেবল উদ্ধব উদ্ধব করিতেছে ।

অন্ত্যান্ত পথি । অজ্জুনই বটে, হাঁ তিনিই বটে।  
কোথা উদ্ধব, যে বলে সে গদভ ।

১ পথি । উদ্ধবও নয়, তোমার অজ্জুনও নয় ।

অন্ত্যান্ত পথি । হুঁ—ভাল বলিলে, তুমিই সর্বাপেক্ষা  
পণ্ডিত “ উদ্ধবও নয় অজ্জুনও নয় ” তবে কে,  
দই কৃষ্ণ বুঝি বলিবেন

৩ অঙ্ক]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

১ পথি ! ওরে মূঢ়গণ, কৃষ্ণের চরিত্র তোরা কি বুঝিবি! কৃষ্ণ যে একাকৃতি দুই দেহ ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমরা কৃষ্ণকে চিন না এই কারণ উপহাস করিতেছ।

অন্তান্ত পথি ! তুমিই চিনিয়াছ, তাই একটাকে দুইটা দেখিতেছ।

৩ পথিক ! বল দেখি কয়টা অঙ্গুলি লাড়িতেছে।

( আপনার অঙ্গুলি লাড়িয়া দেখাইতেছে )

অন্তান্ত পথি ! না না উহাকে দেখাইও না, ও একটার পরিবর্তে দুইটা বলিয়া বসিবে।

১ পথি ! রহস্য করিও না ! যিনি ষোড়শ শত গোপিকার গৃহে ষোড়শ শত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে দুই দেহ ধারণ করিবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? তোরা অতি মূখ, এজন্ত রহস্য করিতেছিস্।  
মত্ ! ও ভাই পথিক, গোপীগণের নিমিত্তে মেল মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, এখানে গোপিকা কৈ? তোরা বাটার কেহ কি রথে আছে, তাই কৃষ্ণ দুইটা হইয়াছেন।

১ পথি ! ওহে প্রহরিন, এই মাতাল আমাকে কটুক্তি দ্বারা গালি দিতেছে দেখ।

৩ অঙ্ক ]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

প্রহ । তোমরা সব গোল করিও না, এস্থান হইতে  
প্রস্থান কর, কৃষ্ণ অজুর্নকে লইয়া আসিতেছেন ।

অন্তান্ধ । ওহে অজুর্নই বটে,—কৈ হে তৃতীয়  
পথিক তোমার উদ্ধব কোথায় গেল ?

মত । কৈ হে দুই কৃষ্ণবাদী তোমার আর একটা  
কৃষ্ণ কোথায় গেল ।

( সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল । )

ষষ্ঠ সংযোগস্থল ।

অটালিকোপরি ।

সুভদ্রা ও সত্ভামা ।

সুভ । সত্ভামে, সৈন্ত সামন্ত সকল মহাকোলা-  
হল শব্দে অটালিকাভিমুখে আসিতেছে ও  
পথিকেরা ব্রন্ত হইয়া গমন করিতেছে, বোধ  
করি, কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে অজুর্ন আগমন  
করিতেছেন ।

সত্ভ । অজুর্নই আসিতেছেন বটে, রাজবস্ত্রে দৃষ্ট-  
পাত কর, শ্রীকৃষ্ণের রথ পঁতাকা সকল নয়ন  
গোচর হইতেছে, আর অধিক বিলম্ব নাই,

৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

উভয়েই দ্বরা উপস্থিত হইবেন । চল আমরা  
অন্তঃপুরের গৃহ মধ্যে গমন করি ।

সুভ । কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, অর্জুন দ্বার মধ্যে  
প্রবেশ করিলেই আমরা গমন করিব । আমি  
অর্জুনকে কখন দেখি নাই ।

সত্য । অর্জুন পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখিতে  
পাইব, আমাদিকেই তাঁহাকে আহ্বান করিতে  
হইবেক ; অতএব আমরা গৃহ মধ্যে না থাকি-  
লে কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইবেন ।

সুভ । আমরা অন্তঃপুর মধ্যেই আছি, কৃষ্ণ আসিতে  
না আসিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব ।

( ইতিমধ্যে রথ বহির্দ্বারের সম্মুখে  
উপস্থিত হইল । )

সত্য । সুভদ্রে, এই রথ দেখ ; আর বিলম্ব করা  
শ্রেয়ঃ নয় ।

সুভ । অর্জুন রথ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই যাইতেছি ।  
( অর্জুন রথ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন । )

সত্য । দেখ, ভদ্রে, কৃষ্ণের বামভাগে অর্জুন, আইস  
আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করি ।  
( অর্জুনকে দৃষ্ট করিয়া ভদ্রার চিত্ত চঞ্চল হইল )

৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

সুভ । সন্তভামে, আর আমাকে গৃহ প্রবেশ করিতে  
কহিও না ।

সন্ত । কেন, ভদ্রে, একথা কহিলে কেন ?

সুভ । সখি, আর সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিওনা ।

সন্ত । কেনলো সুভদ্রে তুই হইলি চঞ্চল ।

কি হেতু হঠাৎ মন হইল বিকল ॥

এই যে আমোদে ছিলি অর্জুনে দেখিতে ।

এমন হইলি কেন দেখিতে দেখিতে ॥

সুভ । বল সন্তভামে আর কি কব তোমায় ।

অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায় ॥

তোমারে কহিতে আমি লজ্জা নাহি করি ।

কি হইল সখি আজি দেখ প্রাণে মরি ॥

এখন তোমার কথা হইল স্মরণ ।

মিথ্যা নহে কহে ছিলে যতেক বচন ॥

অর্জুনের বাণ হেরি ত্রিলোকের ভয় ।

এবে জানিলাম সন্ত মিথ্যা কথা নয় ॥

সন্ত । পার্থের বীরত্ব মাত্র করেছ শ্রবণ ।

এই মাত্র রূপ তাঁর করিলে দর্শন ॥

ইহাতেই তাঁহার বাণের পরাক্রম ।

কি প্রকারে সুভদ্রা বুঝিলে তার ক্রম ॥



৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

সুভ । অহির বদনে বিষ জানে সর্ব জন ।

এহেতু অহিকে ভয় করে সর্বক্ষণ ॥

প্রতক্ষ যাতনা ভাল জানে সেই জন ।

যেই জনে কাল সর্প করেছে দংশন ॥

যেই জনে পার্থ বীর করেছে সন্ধান ।

সেই জন জানিয়াছে কেমন সে বাণ ॥

সত্য । ভাল নাহি বুঝি আমি তোমার বচন ।

এমন বচন ভদ্রা কহ কি কারণ ॥

সুভ । বা বুঝেছ সত্যভামা তাই অভিপ্রায় ।

অজুনের বাণে দেখ মম প্রাণ যায় ॥

দ্রোণ কৃপ পরাভব হয় যার বাণে ।

তঁার বাণে কুলবালা বাঁচে কিসে প্রাণে ॥

অজুন অস্ত্রায় বাণ হেনেছে আমারে ।

আমার না ছিল ইচ্ছা যুদ্ধ করিবারে ॥

অক্ষয় কবচ মম নাহি শরীরেতে ।

কিসে শত্রু হই বল জীবন ধরিতে ॥

নহি আমি কুরু কুল অজুনের অরি ।

কি ফল অজুন পাবে মোরে বধ করি ॥

সত্য । যে কথা কহিলি ভদ্রা সাক্ষাতে আমার ।

অন্তেষ্টে শুনিলে পরে একে হবে আর ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

ধর ধৈর্য্য কর সহ শীঘ্র গৃহে চল ।

ভুমিত নির্বোধ নও কেন হেন বল ॥

একবার হেরি পার্শ্বে হইলি এমন ।

লোকেতে শুনিলে বল বলিবে কেমন ॥

সুভ । তোমার শরণ সখি লইলাম আমি ।

মরিলে বধের ভাগী হইবে গো তুমি ॥

আর কি দেখ গো সখি হয় অবসান ।

তোমা ভিন্ন নাহি কেহ দিতে প্রাণ দান ॥

সত্য । কি হবে লইলে ভদ্রা শরণ আমার ।

আমার কি শক্তি আছে করি প্রতিকার ॥

ছি ছি ভদ্রা হেন কথা বদনে এনোনা ।

একেবারে হেরে তারে এমন হৈওনা ॥

সুভ । যে জন হেনেছে বাণ মম শরীরেতে ।

উপশমোষধ আছে তাহারি কাছেতে ॥

দৃষ্টি-মাত্র হানিয়াছে বাণ অদর্শন ।

রহস্য স্থানেতে তাঁর পেলে দরশন ॥

তাহাতেই অদর্শন বাণ নষ্ট হবে ।

মম হৃদি আলা সখি মুগ্ধ হবে তবে ॥

সত্য । কোথায় কেমন বাণ করিল সন্ধান ।

বিচলিত যাহাভে হইল তব প্রাণ ॥

৩ অঙ্ক]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

গরুড় বরুণ অহি কিম্বা হস্তাশন ।  
 এর মধ্যে কোন বাণে হতেছ দাহন ॥  
 বাণ অস্ত্র অর্জুনের সিদ্ধ মস্ত্রে দীক্ষা ।  
 করেছেন দ্রোণাচার্য আপনি পরীক্ষা ॥  
 হেন অস্ত্র সন্ধান না করিবে তোমারে ।  
 নিশ্চয় এমনি বোধ হতেছে আমারে ॥  
 সুভ । বড়ই নিষ্ঠুর সেই কুরঞ্জিনী কুমার ।  
 তাহা হতে অপকার ঘটিল আমার ॥  
 তার কাছে ঋণে বদ্ধ হয়ে ধনঞ্জয় ।  
 কামিনী বধিতে তার ধনুর্বাণ লয় ॥  
 অস্ত্র বৈরি প্রতি পাছে বাণ ব্যর্থ হয় ।  
 লুকাইয়া রাখিবারে পেয়ে মনে ভয় ॥  
 বদন মণ্ডল মাঝে অক্ষি রূপ তুণ ।  
 লুকাইয়া পুষ্প শর রেখেছে অর্জুন ॥  
 ধনুকের গুণ খুলি রেখেছে মনেতে ।  
 ধনুঃ মাত্র খুইয়াছে কপাল নিযেতে ।  
 প্রণয় কাননে পার্থ থাকে লুকাইয়া ।  
 মৃগী অশ্বেষণ করে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥  
 কুরঞ্জিনী কামিনীর পাইলে সন্ধান ।  
 কটাক্ষে টানিয়া ধনুঃ করয়ে সন্ধান ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৩ মংযোগীস্থল ।

গুপ্ত শর নিক্ষেপ করিয়া যগী বধে ।  
 সে ছালা কি নিবারয় বিনা মহৌষধে ॥  
 বনের হরিণী প্রায় বাণাঘাতে জীর্ণ ।  
 দেখ গো হৃদয় মম হয়েছে বিদীর্ণ ॥  
 লজ্জায় কি হবে মথি যদি প্রাণ যায় ।  
 বাঁচাইতে পার যাতে করহ উপায় ॥  
 অৰ্জুনের মুখ সুধাকর সুধাকর ।  
 যেই সুধাপানে হৈল অমর অমর ॥  
 সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান ।  
 তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ ॥  
 তাহার হৃদয় জলাশয় জলাশয় ।  
 এ হৃদি মরাল পক্ষে সেই পয় পয় ॥  
 মম হৃদে লগ্ন তার যদি পাই পাই ।  
 এ নয়ন উন্মীলনে তবে চাই চাই ॥  
 নহিলে না হবে মুক্ত জলন জলন ।  
 কেমনে করিবে গৃহে চরণ চরণ ॥  
 নয়নের আমার হইল ধারা ধারা ।  
 এখনি হইবে মম অঙ্গ সারা সারা ॥

সত্য । কি করিলে সুভদ্রে এ কথা ভাল নয়  
 হইবে লোকের মনে সন্দেহ উদয় ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

যৌবনের অক্ষুর দিয়াছে মাত্রা দেখা ।

সবে এই হইয়াছে ত্রিবর্ষীর রেখা ॥

স্পষ্ট নহে ছদি সরোবর প্রকাশিত ।

এখনি কি এত প্রেম হইল ব্যাপিত ॥

লজ্জা না করিলে ভদ্রা কহিতে এ বাণী ।

তুমিত সামান্য নও অতি মানে মানি ॥

এমন ব্যাপিকা হলে লোকে মন্দ কবে ।

ডুমগুল জুড়িয়া কলঙ্ক তোর রবে ॥

লক্ষা হীনা হইলে নারীর দোষ রটে ।

লজ্জিতা হইলে তার সুখ্যাতি একটে ॥

চল চল গৃহে যাই অধৈর্য্য হৈও না ।

জানাজানি করিবারে এ কথা কৈও না ॥

সুভ । সত্য বলি সত্যভামা না যাইব গেহে ।

আমার এ প্রাণ আর না রহিবে দেহে ॥

প্রবোধ না মানে মনঃ বিনা ধনঞ্জয় ।

তাহার কারণে আস্ত্রা হয় বুঝি লয় ॥

মনের অনলে সখি প্রাণ মোর দহে ।

ভয়সাৎ হই বুঝি আর নাহি সহে ॥

অলিছে প্রবলতর বাণের আগুন ।

জলধর রূপ হেরি সম্মুখে অর্জুন ॥

অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

হতাশা পবন তায় হয়ে সহকারী ।  
 ঘন হতে নাহি বর্ষাইতে দেয় বারি ॥  
 অনলে অনিলে প্রেম অতি ঘোরতর ।  
 উভয়ের সংযোগে উভয়ে বীর বর ॥  
 এখনো অজুন যদি বরিষে সলিল ।  
 তবে থামাইতে পারে অনল অনিল ॥  
 হর নেত্রানলে ভস্ম অতনু যেমন ।  
 এখনি আমার তনু হইবে তেমন ॥  
 অশ্রেমিকা নহ কভু তুমি সত্যভামা ।  
 তবে কেন মিছা সখি বুঝাইছ আমা ॥  
 সত্য । যে কথা कहিলে ভদ্রা বড়ই আশ্চর্য্য ।  
 একেবারে হেরে হয় এমন অধৈর্য্য ॥  
 নাহি দেখ অজুনেরে নিকটে এখন ।  
 ইহাতেই এত হইয়াছে কি কারণ ॥  
 সুভ । ইহাতেই মনের বিচিত্র গতি মানি ।  
 অজুনেরে তথাপি পূর্বেতে নাহি জানি ॥  
 হেরিয়া আমার মন গেছে তার কাছে ।  
 জীবন বিহীন দেহ যেন শূন্য আছে ॥  
 হংস মুখে দময়ন্তী শূনি নল রূপ ।  
 না হেরি হইয়াছিল অত্যন্ত বিরূপ ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ]

তব সত্য রুদ্রিণী শুনিয়া কৃষ্ণ নাম ।  
 পাইব কৃষ্ণেরে বলি এই মনস্কাম ॥  
 নাম শুনি মঁপে মন নাহি হেরি রূপ ।  
 তবে কেন সখি মোরে কহিছ এ রূপ ॥  
 তুমিও কৃষ্ণের প্রেমে বদ্ধ অভিযম ।  
 নিজ মনে বুঝে দেখ হয় কি না হয় ॥  
 কটাক্ষ অনল আর সহিতে না পারি ।  
 প্রবেশ করিব অগ্নিকুণ্ড কিবা বারি ॥ /  
 অর্ক পুঞ্জ কিম্বা ইন্দ্র পুঞ্জ আসি লয় ।  
 এ অনল দাহন তবেত সিদ্ধ হয় ॥  
 গৃহে বাও সখি ছাড় আমার আশ্রম ।  
 আমি যে বাইব ফিরে ত্যজ সে বিশ্বাস ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের না শুনিব কথা ।  
 নিতান্ত বাইব তথা পার্থ যাবে যথা ॥

( অর্জুন পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । )

সত্য । ভয় নাই সুভদ্রে আমার কথা শুন ।  
 আমি তোরে মিলাইয়া দিব সে অর্জুন ॥  
 তোর দিব্য আমি করিলাম অঙ্গীকার ।  
শ্রীকৃষ্ণেরে কহিয়া করিব প্রতিকার ॥

৬ অঙ্ক]

[ ৬ সংযোগ স্থল ।

আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত ।

অবশ্য অজুর্ন সহ হ'বে তোর প্রীত ॥

সুভ । এখনো রজনী সখি বহু ক্ষণ আছে ।

ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে ॥

তখন মিলনে বল কিবা হবে কল ।

কি হবে আশ্রতি দিলে নিভিলে অনল ॥

সত্য । এখনি কৃষ্ণের সহ করি পরামর্শ ।

অবশ্য ঘুচাব আমি তোমার বিমর্ষ ॥

সুভ । ইহাতে যদি না মত দেন নারায়ণ ।

সত্য । যে প্রকার ঘটে আমি ঘটাব তখন ॥

এখন ধরিয়া ধৈর্য্য গৃহ মধ্যে চল ।

সুভ । নয়ন ফিরাতে নারি কি করিব বল ॥

যা বলিলে তাহে আমি না হই অজ্ঞান ।

যশঃ অপযশঃ মম সব আছে জ্ঞান ॥

পার্শ্বের কটাক্ষ শর কালকূট সম ।

প্রবেশ করিল আমি হৃদয়েতে মম ॥

মনে করি গৃহ মধ্যে করিব গমন ।

কি করি যাইতে নারি চলে না চরণ ॥

মনে করি ধৈর্য্য ধরে থাকি কিছু কাল ।

পলক পড়িতে মম বোধ হয় কাল ॥



৩ অঙ্ক]

[ ৬ সংযোগস্থল।

অয়স্কান্ত মণি সম পার্থের নয়ন ।

অয়স্ সমান তায় হয় মম মন ॥

আকর্ষণ করিয়াছে তাহে কি সন্দেহ ।

ইহার অন্তথা করিবারে নারে কেহ ।

এ মন কিরায়ে সখি গৃহে যাওয়া ভার ।

বল বল কি হইবে দশা গো আমার ॥

সত্য । শপথ করিয়া ভদ্রা বলিলাম তোরে ।

অসত্যবাদিনী তুমি পাইলে কি মোরে ॥

সুভ । কিছু নাহি ছিল সখি আমার ভরসা ।

আশ্বাস হইল তব বাক্যেতে সহসা ॥

তুমি রাখ তবে থাকি নতুবা মরিব ।

পার্থে না পাইলে বল বেঁচে কি করিব ॥

( সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন । )

বিড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার ।

কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥

এ জন্মের মত বান্ধা হইয়া রহিব ।

এ ঋণে উত্তীর্ণ নাহি হইতে পারিব ॥

সত্য । উঠ উঠ ভদ্রে আর না করিও খেদ ।

তোমার মনের তাপ করিল উচ্ছেদ ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

কিঞ্চিৎ ক্ষণের তরে থাক ধৈর্য্য ধরে ।

এসো এসো এসো ভদ্রে চল যাই ঘরে ॥

(সত্যভামা সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া গৃহ মধ্যে  
প্রবেশ করিলেন।)

—••—

সপ্তম সংযোগস্থল ।

অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ ।

কক্ষ প্রবেশ করিলেন ।

সত্য । এসো দীননাথ, অজুনকে কোথায় রাখিয়া  
আইলে ?

কৃষ্ণ । কেন প্রিয়ে, অজুনকে তোমার প্রয়োজন  
কি ? তাহার কথা জিজ্ঞাসিতেছ কেন ?

সত্য । প্রয়োজন না হইলেই কি জিজ্ঞাসা করিলাম,  
তিনি কোথায় ?

কৃষ্ণ । তিনি আহালাদি করিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন ।

সত্য । প্রভো তোমার গৃহে এক বিপৎ উপস্থিত  
হইয়াছে ।

৩ অঙ্ক ]

[ ৭ সংযোগস্থল !

কৃষ্ণ । সে কি প্রিয়ে, কি বলিতেছ ?

সত্য । আর সে কি ।

কৃষ্ণ । কি कहিলে, আমার গৃহে কি বিপৎ উপ-  
স্থিত হইল ?

সত্য । সুভদ্রাকে আর রাখা ভার ।

কৃষ্ণ । কেন প্রিয়ে, সুভদ্রার কি হইয়াছে ?

সত্য । ভদ্রার মৌড়াগ্ধে আর নাহি দেখি ভদ্র ।

এহ লগ্ন তার পক্ষে সকলি অভদ্র ॥

বাল্য কালাবধি সবে জানে ভদ্রা ভদ্র ।

তুমি এর বিবেচনা কর ভদ্রাভদ্র ॥

কৃষ্ণ । সুভদ্রার ভাণ্ডে কিসে অভদ্র ঘটবে ।

করিতে আমার ভদ্র বিশেষ कहিবে ॥

সত্য । তুমি বিশ্বময় বিভু মম নিবেদন প্রভু

শ্রবণে কর হে অবধান ।

যখন অজুন মনে এলে প্রভু নিকেতনে

সেই ক্ষণে সুভদ্রা অজ্ঞান ॥

অজুনেরে রথে হেরি লজ্জা ভয় পরিহরি

বিচলিতা তাঁহার কারণ ।

স্বতি বাক্যে শত শত প্রবোধ দিলাম কত

না করিল সে সব শ্রবণ ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৭ সংযোগস্থল ।

অর্জুনের প্রতি মন করিয়াছে সমর্পণ

অর্জুন বিহীনে না বাঁচিবে ।

না জানি কেমন ক্ষণে হেরিয়াছে কি নয়নে

সময়ের গুণ কে জানিবে ॥

ধনঞ্জয় বিনা আর সুভদ্রাকে রাখা ভার

অন্ত প্রতি নাহি তার মন ।

যে ক্ষণে হেরেছে তারে কার মনে একেবারে

সঁপিয়াছে যৌবন জীবন ॥

এক্ষণে উচিত হয় সুভদ্রার পরিণয়

যাতে হয় অর্জুন সহিত ।

ধনঞ্জয় বিনে প্রভু ভদ্রা না বাঁচিবে কভু

বুঝ যাহা কর হে বিহিত ॥

প্রকাণ্ড বিবাহ হলে এতে কে বা মন্দ বলে

কদাচ না হবে অপমান ।

অর্জুন নামান্ত্র নয় মহা বীর মহাশয়

কুল শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব প্রধান ॥

সকলের রাখ মান পার্থে ভদ্রা কর দান

নতুবা কি কলঙ্ক রটিবে ।

হেরেছি যে ভাব তার অন্তোপায় নাহি আর

এ নহিলে প্রমাদ ঘটবে ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৭ সংযোগস্থল

তুমি হে ত্রিলোক স্বামী কুলের কামিনী আমি  
বল কি করিব আর যুক্তি ।

তুমি প্রভু দয়াময় কর যা উচিত হয়  
অর্জুনে ভদ্রার অনুরক্তি ॥

নৈষধ ভূপাল প্রতি যেই রূপ ভৈরবী মতী  
করে ছিল মন সমর্পণ ।

ইচ্ছামি বরণ যমে না গণিল কোন ক্রমে  
সেই রূপ সুভদ্রার মন ॥

এ দাসীর বাক্য ধর বাহা ভাল বুঝ কর  
আমি বলি পার্থে কর দান ।

দুর্দিক্ বজায় রবে তা মহিলে নষ্ট হবে  
বংশেতে হইবে অসম্মান ॥

কৃষ্ণ ! পার্থকে সুভদ্রা দানে মম ইচ্ছা হয় ।

ইহার কারণে আমি নাহি করি ভয় ॥

এ কর্ম করিতে পার্থ যত্নপি স্বীকারে ।

কোন বাধা নাহি মম অর্পিতে তাহারে ॥

অর্জুনে কহিতে কিন্তু নাহি করি ভয় ।

স্বীকার না করে পাছে এসন্দেহ হয় ॥

না করে গ্রহণ মম স্বমা বলি পাছে ।

এই মাত্র সন্দেহ আমার মনে আছে ॥

৩ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

তুমি গিয়া অজু'নে কহিয়া যথোচিত ।

সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত ॥

( কৃষ্ণ গমন করিলেন । )

অষ্টম সংযোগস্থল ।

অজু'নের শয়নাগার ।

সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন ।

সত্য । অজু'ন, অহে অজু'ন ।

( ইহা বলিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন । )

অজু' । উ—উ, কে তুমি ?

সত্য । নিদ্রায় এত অচেতন কেন ।

অজু' । তুমি কে এই ঘোর রজনীতে রব করিতেছ ?

কেন আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলে ? বানাস্থর

বোধ হইতেছে ; তুমি কে ?

সত্য । দ্বার মোচন করিলেই জানিতে পারিবে ।

অজু' । তুমি কে না জানিলে কি প্রকার দ্বার

উদ্ঘাটন করিতে পারি ?

সত্য । ভয় নাই, উদ্ঘাটন করিলেই দেখিতে পাইবে ।

অজু' । আমি মোচন করিবার পূর্বে শুনিতে চাহি,

৩ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

তুমি কে, নতুবা তুমি গমন কর, আমি নিদ্রা  
যাই। আমি এ রাত্রিতে হঠাৎ দ্বার উদ্ঘাটন  
করিব না।

সত্য। ভয় নাই, আমি সত্যভামা, দ্বার মোচন কর।  
অজু। কি আশ্চর্য্য! এই তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে  
আপনি কিরূপে আইলেন? দূত দ্বারা সংবাদ  
করিলেই আমি গমন করিতাম। আপনি কি  
হেতু এত ক্লেশ স্বীকার করিলেন, বুকিতে  
পারি না।

সত্য। যে কর্মোপলক্ষে স্বয়ং আসিয়াছি, তাহা দূত  
দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য নহে এক্ষণে দ্বার মো-  
চন কর।

(অজুর্ন দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং সত্যভামা  
ও সুভদ্রা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।)

অজু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদস্থি-  
নী অবর্ত্তমানেও কন্দর্প দর্পহারিণী জনগণ প্রাণ  
ঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন  
পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই  
চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামি-

৩ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

নীল রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণি নষ্ট করিতেছেন ; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্র ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন ।

অৰ্জু । সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কণ্ঠকুহর সাতিশয় মুগ্ধ করিলে !—কিন্তু সৌদামিনীর সম্ভাপে আমার হৃদয় দক্ষ হইতে লাগিল ।

সত্য । ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনী রূপে তৃতীয় কান্তি রূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর ।

অৰ্জু । সত্যভামে, ভূমি পর দুঃখে কাতরা ; আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত স্নেহ । তোমার চরণে বিক্রীত থাকিলেও এ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না । ( সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন ) এসো প্রিয়তমে, আমার দুঃখরাশি নাশ কর । মন্থথ বাণানল আমার বক্ষঃস্থল দক্ষ করিতেছে, এসো—স্পর্শ করিয়া শীতল হই ।



৩ অঙ্ক]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

সুভ। | হে ধনঞ্জয়, আপনি কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করুন, একে আমি কুমারী, তাহাতে আবার বৃষ্ণের স্বপ্না (ইহা বলিতে বলিতে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।)

অজু। ভদ্রে, আমার দোষ মার্জনা কর, আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই। হে সত্যভামে, তুমি কি পাণ্ডব কুলের নিধন জন্ম এই কামিনীকে আনয়ন করিয়াছ? যতপি নারায়ণ এ সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে পাণ্ডবেরদের আর রক্ষা নাই; তিনি কোপান্বিত হইলে কে রক্ষা করিবে? অতএব তোমরা গমন কর, আমি নিদ্রা যাই।

সুভ। (অতি মৃদুস্বরে কহিতেছেন) সত্যভামে, হায়! কি কুকর্ম করিলাম, আমার আরাধিত নিধি পাইয়াও পাইলাম না, কি মন্দ গ্রহ! অজুনের বাক্য শ্রবণে আশা সকল নিষ্ফল হইল; আর কি মুখে এ প্রাণ ধারণ করিব, এ জীবন জীবনেই অর্পণ করি, সখি, জন্মের মত বিদায় হই।

সত্য। সুভদ্রে, এত উৎকণ্ঠাকুল কেন, চঞ্চলা হইলে কি কর্ম সমাধা হয়। তুমি আমার বাক্যে

৩ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

বিশ্বাস কর । হে পার্থ, এই ভদ্রা তোমার কারণ  
আস্বহতা করিবে ; তুমি কি পূর্বকৃত পাপ  
ধুংস করিয়া পুনশ্চ জীহতা পাপে পাতকী  
হইবে !—ভদ্রাকে গ্রহণ কর ।

অজু । কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে ভদ্রার অঙ্গ  
স্পর্শও করিব না ।

সত্য । প্রথমেতে সুভদ্রার ধরিবে হে কর ।

কি কারণে এখন পাইলে বল ডর ॥

অজু । কৃষ্ণের ভগিনী আমি আগে নাহি জানি ।

এবে ক্রমা কর আমি স্বীয় দোষ মানি ॥

সত্য । ভয় নাই ধনঞ্জয় আমার বচন ।

গন্ধর্ব্ব বিবাহে কর ইহাকে গ্রহণ ॥

কৃষ্ণের আদেশ আছে জানিও নিশ্চয় ।

অসংসাহিক কৰ্ম্ম নহিলে কি হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের দাসী আমি তাঁরি অনুগত ।

সহসা কি হতে পারি ছেন কৰ্ম্মের ত ॥

কৃষ্ণ সহ বখন করিলে আগমন ।

তখনি তোমায় ভদ্রা করি দরশন ॥

জীবন যৌবন মন মাপেছে তোমারে ।

সে সব দুঃখের কথা कहিল আমারে ॥

৩ অঙ্ক]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

বলিয়াছি পূর্বে ইহা দেব হৃষীকেশে ।

তোমাকে অর্পিতে ভঁরা কহিলা অনামে ॥

বলভদ্র উদ্যোগী অর্পিতে দুর্যোধনে ।

এত দ্রুত আইলাম তাহা নিবারণে ॥

গন্ধর্ব্ব বিবাহ হলে আর কিবা হবে ।

তখন কেমনে রাম অর্পিবৈ কৌরবে ॥

সুভ । কর ধনঞ্জয় আগে গন্ধর্ব্ব বিবাহ ।

তা নহিলে না হইবে কামনা নির্বাহ ॥

( গন্ধর্ব্ব বিবাহ নির্বাহ করিয়া মত্তভামা সুভদ্রাকে  
লইয়া গমন করিলেন । )

— ০০ —

নবম সংযোগস্থল ।

রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা ।

নারদ প্রবেশ করিলেন ।

নার । কি প্রভো হলধর, কি করিতেছেন, ত্রীকূষ  
পদে পদে আপনার অপমান করিবেন । আপনি  
এখনও নিশ্চিন্ত আছেন । আপনি আমার অতি  
প্রিয় পাত্র, আমি আপনার অপমান দেখিতে  
পারি না ; অতএব সংবাদ দিতে আসিয়াছি ।

৩ অঙ্ক ]

[ ৯ সংযোগস্থল ।

বল । মহর্ষে, কৃষ্ণ কি করিয়াছেন, যে তাহাতে  
আমার মানের লাঘব হইবে?

নার । এই পুর মধ্যে সব হতেছে ঘটনা ।  
আশ্চর্য্য कहিলে এ যে কিছুই জান না ॥  
লোকে বলে যার বিয়া তার নাই মনে ।  
পড়শী না নিদ্রা যায় তাহার কারণে ॥  
সেই মত আশ্চর্য্য তোমার মুখে, শুনি ।  
দেশময় এ কথা হতেছে কাণাকাণি ॥

বল । অনুগ্রহ করি মুনি কহ সমাচার ।  
নার । ভদ্রার বিবাহ বাস্তব । জান কি তাহার ॥  
বল । পাত্র স্থির করিয়াছি রাজ্য দুৰ্য্যোধনে ।  
নার । কৃষ্ণ করিবেন ভদ্রা অর্পণ অজুনে ॥  
বল । পত্র আমি লিখিয়াছি হস্তিনা নগরে ।  
নার । পত্র লয়ে ধুয়ে খাবে গাঙ্গারী কুমারে ॥  
বিবাহ করিয়া পার্থ লয়ে যাবে দেশে ।  
তবে আর দুৰ্য্যোধন কি করিবে শেষে ॥  
বরপাত্র ফিরে যাবে তব অপমান ।  
তখন তোমার বড় বাড়িবে সম্মান ॥  
বল । কে আছে অজুনে ভদ্রা করিবেক দান ।  
কর সাধ্য আছে নয় করে অপমান ॥

৩ অঙ্ক]

[ ৯ সংযোগস্থল ।

আমার মিনতি প্রভু হস্তিনাতে যাও ।

শীঘ্র করি দুর্যোধনে মৎবাদ জানাও ॥

সর্ব সমাচার মুনি জানাবে তাহারে ।

স্বরা করি এসে যেন বিলম্ব না করে ॥

( নারদ হস্তিনাতে গমন করিলেন )

কুল শ্রেষ্ঠ পাত্র আমি করেছি নির্ণয় ।

নৃপ দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ॥

পাণ্ডব আরজ গোষ্ঠী কে বা নাহি জানে ।

অর্জুন কি সমযোগ্য হবে দুর্যোধনে ॥

কে আছে এখানে দূত শুন মম বাণী ।

( দূত প্রবেশ করিল )

দূত । কি আজ্ঞা করিবে প্রভু বলুন আপনি ॥

বল । দূত তুমি এই নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া দেশ

বিদেশে গমন কর ; সুভদ্রার বিবাহ ।

( উভয়ে গমন করিলেন । )

—০০—



৪ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগস্থল ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম সংযোগস্থল ।

হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা ।

নারদ প্রবেশ করিলেন ।

নার । মহারাজ, আপনকার অতি সৌভাগ্যের উদয় দেখিতেছি ।

ধৃত । প্রণাম মহর্ষে, আপনকার অনুগ্রহ থাকিলে আমার সৌভাগ্যের সীমা কি ।

নার । এত দিনের পর কৃষ্ণের সহিত তোমার সৌহার্দ্য হইল, আর কুরুকুলের ভয় নাই ।

ধৃত । দেবর্ষে, কি কহিলেন, কৃষ্ণ সহ কিরূপ সৌহার্দ্য হইবে ?

নার । কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত দুর্যোধনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; শীঘ্র পাত্র প্রেরণ কর, আমি এই সুবাদ লইয়া দ্বারকা হইতে আসিয়াছি, পুনর্বার গমন করি ।

( নারদ বিদায় হইলেন । )

৪ অঙ্ক]

[ ১ সংযোগস্থল।

( শকুনি প্রবেশ করিলেন। )

ধৃত। কে হে, এখানে কে আছ? দুর্যোধনকে  
শীঘ্র সুসজ্জ হইতে কহ।

শকু। যথা আজ্ঞা, আমি শুনিয়াছি।

ধৃত। শকুনে, হয়, হস্তি, পতাকা, সৈন্য সামন্ত, ও  
বাঁচাদি সহ বর লইয়া শীঘ্র যাইতে হইবে,  
আর অন্তান্ত রাজগণ মধ্যে কে কে আসিয়া-  
ছেন, বা কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবেক,  
তাহা দ্বরা সমাধা কর।

শকু। হাঁ রাজন্, বলদেবেরও পত্র আসিয়াছে; অ-  
ন্তান্ত উদ্যোগ প্রায় তাবৎ হইয়াছে; নৃপগণ  
মধ্যে প্রায় সকলেই আসিয়াছেন; কিন্তু যুধি-  
ষ্টির নিমন্ত্রণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—তাহাকে  
কি বলা যাইবে?

ধৃত। অবশ্য; যুধিষ্টির ও দুর্যোধন ভিন্ন নহে, এবং  
এই কন্ঠে কৃষ্ণ সখা হইবেন, অবশ্যই যুধিষ্টি-  
রকে জানান উচিত।

শকু। যথা আজ্ঞা, তবে আমি যুধিষ্টির নিকট  
দূত প্রেরণ করি।

ধৃত। হাঁ, শূভ; দ্বরা!

৪ অঙ্ক]

[ ১ সংযোগস্থল।

( শকুনি গমন করিলেন । )

( ভীষ্ম, কর্ণ, ও দুর্যোধন প্রবেশ করিলেন । )

দুর্যো। হে পিতঃ, বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই,  
ত্বর গমন করা উচিত ।

ধৃত। হাঁ বৎস, আর বিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নহে,  
কর্ম সমাধা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল ।

কর্ণ। হাঁ, এই কর্মে ত্বরাই বিধেয় ।

ভীষ্ম। ● যুধিষ্ঠিরকে একবার সংবাদ দিতে হইবেক ।

( শকুনি পুনঃ প্রবেশ করিলেন । )

দুর্যো। আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, যুধিষ্ঠি-  
রাদিকে একবার সংবাদ দেওয়া আবশ্যক  
বটে ।

কর্ণ। বোধ হয়, যুধিষ্ঠির ইহাতে প্রীত হইবেন না ।

দুর্যো। তাঁহার প্রীতিজনক হউক, বা না হউক,  
তাহাতে ক্ষতি কি ? আমারদিগের কর্তব্য কর্ম  
আমরা অবশ্যই করিব ।

শকু। যুধিষ্ঠিরের প্রীতি না হইলেই কি কর্ম পশু  
হইবে, ও জিনি না আইলেই কি বিবাহ  
সম্পন্ন হইবে না ।

কর্ণ। তাঁহাকে একবার সংবাদ মাত্র দেওয়াই আ-



৪ অঙ্ক]

[ ১ সংযোগস্থল ।

মার সখার ইচ্ছা, যেহেতু না জানাইলে একটা  
কথা জন্মিবে, অতএব সে কথার পথে অগ্রে  
কণ্টক বিস্তার করা উচিত।

শকু। সে কর্ম আমি শেষ করিয়াছি; যুধিষ্ঠিরের  
 নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে  
 অন্যান্য উদ্যোগ কর।

( সকলে গমন করিলেন । )

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা।

দূত প্রবেশ করিল।

দূত। প্রণাম মহারাজ, আমি রাজা দুর্যোধনের  
 নিকট হইতে আসিয়াছি। বলদেবের ভগিনী  
 সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ, আমি পাত্র  
 পক্ষের নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছি, গ্রহণ  
 করুন।

যুধি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, ও বিদুর, ই'হাদি-

৪ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

গকে আমার প্রণাম জানাইবে ; আমারদিগের  
মধ্যে একজন অবশ্যই বরষাত্রায় যাইবে।

দূত । যে আজ্ঞা প্রভো, আপনারা অবিলম্বে প্রস্তুত  
হইয়া আসিবেন, আমি গমন করি ।

( দূত গমন করিল । )

( ভীম, নকুল, ও সহদেব প্রবেশ করিলেন । )

যুধি । ভ্রাতঃ বৃকোদর, তোমাকে দুর্যোধনের সম-  
ভিব্যাহারে বরষাত্রায় যাইতে হইবেক ।

ভীম । সে কি মহারাজ ! শুনিয়াছি অর্জুনের সহিত  
নৃত্যদ্রার বিবাহ হইয়াছে, আপনি এ আবার  
কেমন আজ্ঞা করিলেন ?

যুধি । যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ভাই ।

দুর্যোধন সহিত গমনে বাধা নাই ॥

ভীম । এ কথা না ভাল আমি বুঝি মহারাজ ।

কেমন কেমন মম লাগে এই কাষ ॥

অর্জুন সংবাদ দিল পঞ্চ দিন গত ।

আজি দুর্যোধন হৈল গমনে উচ্ছত ॥

কৃষ্ণের আদেশে ভদ্রা বরেছে অর্জুনে ।

বল্লদেব কি রূপে অর্পিবৈ দুর্যোধনে ॥

৪ অঙ্ক]

[২ সংযোগস্থল।

নকু। আমারো এ কথা বড় ভাল নাহি লাগে।

পার্শ্বের বিবাহ শুনি হইয়াছে আগে ॥

সহ। ধর্ম্ যাহা কহিলেন সেই কর্ম কর।

যে করে বিবাহ বুঝা যাবে অতঃপর ॥

যুধি। অজুর্নে বরেছে ভদ্রা তাহা আমি জানি।

কৌরবের রাখ মান তাহে কিবা হানি ॥

শ্রীকৃষ্ণ আছেন সখা কেন কর ভয়।

ভদ্রাকে অজুর্ন পাবে জানিও নিশ্চয় ॥

এক অক্ষৌহিণী সেনা লও সঙ্গে করি।

দুর্যোধন সহ যাও দ্বারকা নগরী ॥

কৃষ্ণের চরণে এসো করিয়া প্রণাম।

ইহাতে হইবে সিদ্ধ সব মনস্কাম ॥

নকু। ধর্মের আজ্ঞায় কর দ্বারকা গমন।

কৃষ্ণের চরণ গিয়া কর দরশন ॥

প্রস্তুত করিয়া দিব অক্ষৌহিণী সেনা।

তুরঙ্গ কুঞ্জর সহ যাবে বাস্ত নানা ॥

(নকুল সৈন্য প্রস্তুত করণার্থে গমন করিলেন।)

যুধি। সন্তোষে গমন কর না হয় কলহ।

বরযাত্র ভাবে যাও কৌরবের সহ ॥

৪ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

অজুর্ন নিকটে নাই তাহে ভীত মন ।  
 যদি উপস্থিত হয় কেঁ করিবে রণ ॥  
 আমাদের সখা কৃষ্ণ তিনিও অন্তরে ।  
 এ কারণ বড় ভয় আমার অন্তরে ॥  
 বড় বড় বীর সব কোরবের দল ।  
 ইহাতে হইলে যুদ্ধ সংশয় মঙ্গল ॥  
 ভীম । আমিত অন্তায় কড়ু দেখিতে নারিব ।  
জুল উচ্চ নীচ বলি কড়ু না যাইব ॥  
 অন্তায় দেখিলে কথা কহিব তাহাতে ।  
 ভীম কণ দ্রোণে এত ভয় কি ইহাতে ॥  
 অন্তায় আমার গাত্রে সহ্য নাহি হয় ।  
 ইহাতে হইলে যুদ্ধ কিসের সংশয় ॥  
 যুধি । সময়ের বিবেচনা সব কর্মে আছে ।  
 আগেতে বুঝিতে হয় কিবা ঘটে পাছে ॥  
 অগ্রে বিচারিলে কড়ু দোষ নাহি হয় ।  
 অবিবেচনার কর্মে সবে দোষ কয় ॥  
 অতএব ভাই মম আজ্ঞা ধর শিরে ।  
 দুর্যোধনে সঙ্গে করি যাও ধীরে ধীরে ॥  
 জানত কেমন শত্রু দুষ্ট দুর্যোধন ।  
 বাল্যকালে কত চেষ্টা করিতে নিধন ॥

৪ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

বিশেষতোমার প্রতি আছে যত ক্রোধ ।

সময় পাইলে দুষ্ট দিবে তার শোধ ॥

বাল্যকালে কালকূট করাইল পান ।

হস্ত পদ বান্ধি দিল গঙ্গানীরে দান ॥

তাই বলি ভাই তুমি একা সঙ্গে যাবে ।

নিষ্কলহে গেলে কোন ক্লেশ নাহি পাবে ॥

( নকুল পুনর্ব্বার আগমন করিলেন । )

ভীম । যাহা তব আজ্ঞা তাহা মম শিরোধার্য্য ।

ইহা ভিন্ন নাহি আমি করি কোন কার্য্য ॥

নকুল । হে ভ্রাতঃ, সেনাদি সকল প্রস্তুত ।

যুধি । ভ্রাতঃ বৃকোদর, আর বিলম্বে প্রয়োজন

নাই, কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া যাত্রা কর ।

( ভীম গমন করিলেন । )

—০০—

তৃতীয় সংযোগস্থল ।

হস্তিনার রাজবান্ধব ।

বরবেশি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও

অস্তান্ত বরযাত্রিরদিগের সম্মুখে ভীম

আগমন করিলেন ।

দুর্য্যো । এক অর্জুনাঙ্গী সেনা সহ ভীম আসি-  
য়াছে, আনন্দজনক বটে ।

৪ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

দুঃশা । ইহাতেই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণের সহিত  
আমাদিগের সখ্য হইল, নতুবা ভীমসেন। এমন  
পাত্র নহেন, যে এক্ষণে আগমন করেন ।

দুর্যো । হাঁ, তাহা না হইলে ভীম কদাচ আ-  
সিত না ।

দুঃশা । বোধ হয়, পাণ্ডবেরা ভয় পাইয়াছে; কাঁর-  
ণ, কৃষ্ণ তাহারদিগেরই সখা ছিলেন, এক্ষণে  
আমাদিগেরও হইলেন; বিশেষতঃ আপনি  
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হইলেন, তাহার যত্ন এই  
পক্ষেই অধিক হইবে ।

ভীষ্ম । আইস ভীম, ভাল আহ? বাটীর সকলত  
মঙ্গল ?

ভীম । প্রণাম পিতামহ, আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে  
জয়ন্ত মঙ্গল ।

ভীষ্ম । কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা সহ দুর্যোধনের  
বিবাহ ।

ভীম । হাঁ, শুনিয়াছি,—এক্ষণে চলুন, আর বিলম্ব কি ?

দুঃশা । হাঁ ভ্রাতঃ ভীম, সব উদ্যোগ হইয়াছে, আর  
বিলম্ব নাই, কেবল তোমারই প্রতীক্ষা করিতে-  
ছিলাম ।

৪ অঙ্ক]

[ ৩ সংযোগস্থল।

ভীম। দারকা পুরী এখনও অনেক দূর, অধুনা  
 . দুর্ঘোষনের রব সম্ভ্রায় যাওয়া উচিত নহে।

দুঃশা। কেন? তাহাতে বাধা কি?

ভীম। বিবাহের এখন কি হয় তাহা বলা যায় না,  
 নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসম্ভ্রা করিলেই  
 ভাল হয়।

দুর্ঘোষ। ( গোপনে কহিতেছেন ) আমি জানি ভীম  
 চিরকালের হিংসক, কৌরবের ভাল কখনই  
 দেখিতে পারে না।

দুঃশা। হাঁ, আসিতে না আসিতেই একটা অমঙ্গল  
 কথা কহিল।

কর্ণ। উহার অশুভসূচক কথায় কি হইবে? কেবা  
 উহার বাক্য গ্রাহ্য করে?

ভীম। ভীম অত্যন্ত অন্তায় বলে নাই, এখনও পথ  
 অনেক আছে বটে।

কর্ণ। চিরকালেই পাণ্ডবদের পক্ষে ভীষ্মের স্নেহ।

দুর্ঘোষ।। তোমরা কেহ ও কথায় কর্ণ প্রদান করিও  
 না; যখন প্রভু বলদেবের স্বাক্ষর পত্র প্রাপ্ত  
 হইয়াছি এবং নারদের নিকট হইতে শুনিতে  
 পাইয়াছি, তখন আর কাহাকে ভয়।

অজুন কতৃক সূভদ্রা হরণ । ৯৫

৪ অঙ্ক ]

[ ৩ সংযোগস্থল ।

দুঃশা । ভীমের কথা শুনা আমার গাত্রে সহ  
হয় না ।

ভীম । তাহাতে ভীমের সকলই ক্ষতি হইল, আমি  
ভালই বলিয়াছি । দুর্যোধন বর বেশেই চলুন,  
মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্য হইবে ।  
ভাল, এখন চল, শুব যাত্রা করা যাউক ।

( সকলে গমন করিলেন )

—০০—

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম সংযোগস্থল ।

রৈবত পর্বতোপরি অটালিকা ।

কৃষ্ণ ও [সত্যভামা প্রবেশ করিলেন ।

সত্য । দীননাথ, অন্তস্ত বিপদ দেখিতেছি ।

কৃষ্ণ । কেন প্রিয়ে, আবার কি ?

সত্য । আর কি জিজ্ঞাসা করেন; এখন সূভদ্রা  
মরিলেই লজ্জা রক্ষা হয় ।



৫ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগস্থল ।

কৃষ্ণ । কেন প্রিয়ে ভীতা হইয়াছ কি কারণ ।

সত্য । ভদ্রার নিমিত্ত হৈল বিপত্তি ঘটন ॥

কৃষ্ণ । কিসের বিপদ প্রিয়ে কিসের ভাবনা ।

ভদ্রার কারণে কতু অভদ্র হবে না ॥

সত্য । গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল অর্জুনের সহ ।

বলদেব কারণেতে বাড়িল নিগ্রহ ॥

দুর্য্যোধনে আনিবারে পাঠায়েছে দূত ।

হইল সুভদ্রা হেতু ঘটনা অদ্ভুত ॥

বিবাহিতা কন্তার হইবে পুনঃ বিয়া ।

এ বিপদ্রক্ষা বল করিবে কি দিয়া ॥

অবাধ্য রেবতীনাথ কথা না মানিবে ।

অবশ্য অবশ্য বিয়া দুর্য্যোধনে দিবে ॥

অর্জুন গন্ধর্ব্ব বিয়া করিয়াছে আগে ।

এ জন্ত প্রলয় কাণ্ড করিবেক রাগে ॥

বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ ।

আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ ॥

কৃষ্ণ । স্থির হও প্রিয়ে তুমি কেন কর ভয় ।

সুযুক্তি করিলে বল কি কৃম্য না হয় ॥

শাস্ত হও আর তুমি হৈও না বিমর্ষ ।

এখনি করিব এর যাহা পরামর্শ ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ১ সংযোগস্থল ।

সত্য । আর প্রভো, ইহার কি পরামর্শ করিবেন ।

এই সুভদ্রার কারণ কঁত লোকের জীবন নাশ  
হইবে, তাহা বলিতে পারি না ; দেখিতেছি এই  
রৈবত পর্বত শোণিতে প্লাবিত হইবে ।

কৃষ্ণ । কিছু ভাবনা নাই, আমি উত্তম উপায়  
করিয়াছি ।

সত্য । হে নাথ, কি উপায়ে এই উপস্থিত ঘোরন্তর  
সমরায়ি নির্বাহ করিবেন ?

কৃষ্ণ । যে সময় তোমরা ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন  
করাইয়া স্নান করাইতে গমন করিবে, সেই  
সময় আমি তাহার উপায় করিব ।

সত্য । ইহাতে বলদেবের সহিত তোমার অপ্রীতি  
জন্মিতে পারে ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে, তাহা মনেও করিও না, আমি অজু-  
নকে উপদেশ প্রদানার্থ গমন করি, তুমি নি-  
শ্চিন্ত থাক ।

( কৃষ্ণ গমন করিলেন । )

— ০০ —

\*

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ।

রৈবত পর্বত ।

অর্জুনের শয়নাগার ।

কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন ।

কৃষ্ণ । অর্জুন, আমার ঘাণ্ডা, তুমি ভদ্রার কর গ্রহণ কর, ইহাতে আমারদিগের পিতৃ দেবের অনজ্ঞা আছে ।

অর্জু । হাঁ প্রভো, সত্যভামার প্রমুখাৎ জ্ঞাতা আছি, এবং তাঁহারই বাক্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে, এ সকলই আপনকার অনুগ্রহ ।

কৃষ্ণ । এইক্ষণে আর এক বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি ।

অর্জু । প্রভো, যাঁহার নাম শ্রুত্রেণে বিপত্তি ভঞ্জন হয়, তাঁহার বর্ত্তমানে কিম্বের বিপদ ।

কৃষ্ণ । বলদেবের মানস নহে তোমাকে ভদ্রার্পণ করেন । তিনি দুর্যোধনকে আহ্বান করিয়াছেন ।

অর্জু । আপনকার অজ্ঞাতসারে এবং অমতে কোন কর্ম্ম করি নাই এবং করিব না, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা ফরিতে কখনই ত্রুটি

৫ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

করিব না, ইহাতে দুৰ্য্যোধনকে ভয় কি ; এবৎ  
কণই বা কি করিবে ; আমি বরুণ ইচ্ছা যম ও বা-  
য়ুকেও তৃণবৎ জ্ঞান করি ; সর্গ মর্ত্য রসাতল  
বাসি দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগাদি একত্র হই-  
লেও পরাঙ্মুখ হইব না ।

কৃষ্ণ । বলদেবের অভিপ্রায় যাহা হউক, তাহাতে  
ভয় নাই ; ভদ্রা তোমার ; তোমাকে অর্পণ  
করিয়াছি ; কিন্তু ভাবি বিপদ যাহাতে দর  
হয়, তাহা কর্তব্য ।

অজু । আমরা চিরকাল আপনার আজ্ঞাবহ, অত-  
এব আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই  
করিব ।

কৃষ্ণ । আমার রথ তোমার, দারুক তোমার দাস,  
তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে সে তাহার অন্তথা  
করিতে পারিবে না ; তোমার যখন ইচ্ছা তখন  
এই রথে সুভদ্রাকে লইয়া গমন করিতে পার,  
কিন্তু অধিক বিলম্ব না হয় ; পরে বলদেবের  
ক্রোধানল আমি নির্বাপন করিতে পারিব ।

অজু । এই পরামর্শই আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু  
ভদ্রাকে লইয়া যখন গমন করি ?

৫ অঙ্ক ]

[ ২ সংযোগস্থল ।

কৃষ্ণ । কুলাঙ্গনাগণ যৎকালে সুভদ্রাকে হরিদ্রাদি  
মর্দন করাইয়া স্নানার্থে লইয়া যাইবে ।

অঙ্গু । যথা আজ্ঞা প্রভো ।

( উভয়ে গমন করিলেন । )

— ০০ —

### তৃতীয় সংযোগস্থল ।

বলদেবের সভা ।

দুর্যোধনের দূত প্রবেশ করিল ।

বল । তুমি কে ? কোথা হইতে আগমন করিলে ?

দূত । প্রণাম প্রভো, আমি মহারাজ দুর্যোধনের  
নিকট হইতে আসিতেছি ।

বল । সংবাদ কি ? দুর্যোধন কোথায় ?

দূত । তিনি প্রায় নিকটবর্তী । আমি আপনাকে  
সংবাদ দিতে আসিয়াছি, তিনি কল্য স্বদল  
সমভিব্যাহারে এস্থানে উপস্থিত হইবেন ।

বল । এখানে সকল উদ্যোগ হইয়াছে, কল্য প্রা-  
তেই নান্দীমুখাদি করা যাইবে, তুমি গিয়া এই  
বাস্তব শীঘ্র দুর্যোধনের জ্ঞাতসার কর ।

৫ অঙ্ক]

[ ৩ সংযোগস্থল।

সুভ। যে আজ্ঞা প্রভো ; বিদায় হই।

( গমন করিল। )

বল। কে আছ হে এখানে ?

( দ্বারী প্রবেশ করিল। )

দ্বারী। কি আজ্ঞা প্রভো।

বল। অন্তঃপুর মধ্যে সংবাদ দেও, দুর্যোধন  
আগত প্রায়, অিহ কুলাচারাি করিতে হইবে,  
কল্যা বিবাহ। আর এক্ষণে স্ত্রীগণের বাহা  
কর্তব্য, তাহার উদ্যোগ করিতে কহ।

( দ্বারী গমন করিল। )

## চতুর্থ সংযোগস্থল।

অন্তঃপুর।

সত্যভামা ও সুভদ্রা প্রবেশ করিলেন।

সুভ। কালকূট দেও সখি করি আমি পান।

নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।

কাল সম কাল রাত্রি যম পক্ষে কাল।

চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল।

৫ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ]

জ্ঞানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোন কাল ।  
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল ॥  
মম প্রাণ প্রিয় ধনঞ্জয় কাল রূপ ।  
তাহার বিপক্ষে দাদা হইলা বিরূপ ॥  
যে অবধি পার্থ বীরে নয়নে হেরেছি ।  
তদবধি সেই রূপে জীবন সাঁপেছি ॥  
মম প্রেম তরুণের ধনঞ্জয় মূল ।  
সে মূল ছেদনে রাম কেন প্রতিকূল ॥  
মূল বিনা তরুণের না রহিবে আর ।  
ইহাতেই অবসান হইবে আমার ॥  
এ ঘোর শঙ্কটে মাত্র তুমি বুদ্ধি বল ।  
দেখ সখি কায় মম হইল অচল ॥  
তোমারি প্রসাদে আমি পেয়েছি অর্জুনে ।  
তব পদে বান্ধা আমি আছি সেই গুণে ॥  
গ্রাসিতে অর্জুন শশী দুর্যোধন রাহ ।  
আমোদে করিছে নৃত্য প্রসারিয়া বাহ ॥  
কোলে নিধি পেয়ে দেখ হারাই এখন ।  
কি আর করিব রাখি এ ছার জীবন ॥  
হে বিধাতঃ বিশ্বময় এই তব বিধি ।  
কি দোষে হরিতে চাও মম প্রাণ নিধি ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

পাপ কর্ম জ্ঞানে নাহি জানি কোন কালে ।

এত দুঃখ কি কারণ আমার কপালে ॥

হইলে আমার হস্তা চাহি এক মুখ ।

কি কারণে বিধি তুমি হলে চতুর্মুখ ॥

রাম কৃষ্ণ দু জনের স্বসা আমি হই ।

এ সম্পর্কে তব পক্ষে অস্ত্র কেহ নই ॥

কৃষ্ণের ভগিনী আমি ভগিনী তোমার ।

তবে কেন এ দুর্দশা ঘটাই আমার ॥

বলদেব ভ্রাতা মম হইল বিপক্ষ ।

তাহাতেই তুমি কি ছাড়িলে মোর পক্ষ ॥

লোকে বলে না খণ্ডায় বিধির নির্বন্ধ ।

প্রথমে ঘটালে কেন অজুনে সম্বন্ধ ॥

কেন অজুনেরে আমি দেখালে আশ্রয় ।

না দেখালে আমারে না ঘটিত এ দায় ॥

সব ঘটনার মূল তুমি গুণনিধি ।

নির্দোষির বধ প্রাণ একি তব বিধি ॥

সত্য । ভদ্রে ধৈর্য্য ধর দুঃখ পরিহর

এত খেদ কি কারণে ।

শক্তি ধরে কেটা বাধাইতে লেঠা

অজুন ও তব মনে ॥



৫ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

শান্ত মনা হও স্থির হয়ে রও

কেন কান্দ অকারণ ।

অজুন তোমার তুমি হও তার

খেদের কি প্রয়োজন ॥

কৃষ্ণ যার পক্ষে কি করে বিপক্ষে

কৃষ্ণ হতে শক্তি কার ।

তঁার পরাক্রম কে বুঝে সে ক্রম

কে বা সমযোগ্য তঁার ॥

সুভ । যে কথা कहিলে সখি মনে নাহি লয় ।

আমার ললাটে বুঝি ঘটিল প্রলয় ॥

বিধাক্ত নয়নে রাম দেখেছে অজুনে ।

তুমি তাঁরে ডুলাইবে বল কোন গুণে ॥

যে জন পিতার কথা নাহি করে মান্য ।

তাহার নিকটে তুমি কিসে হবে মান্য ॥

গুরুজন বচন না দেয় কর্ণে স্থান ।

তার কাছে কেমনে পাইবে তুমি মান ॥

বিষম দুর্জয় সেই দেব হলধর ।

দুর্যোধন প্রতি তাঁর প্রীতি নিরন্তর ॥

নিজ শিষ্য বলি রাম তার পক্ষে টানে ।

স্বমা মরে প্রাণে নাহি চাহে তার পানে ॥

[ ৫ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

অগণ্য সামন্ত সহ এলো দুর্যোধন ।  
 অবশ্য অর্জুন সহ বাধিবেক রণ ॥  
 একা পার্থ একা কৃষ্ণ রক্ষিবে কেমনে ।  
 প্রমাদ ঘটিল সখি আমার জীবনে ॥  
 মম হেতু বিপদে পড়িবে ধনঞ্জয় ।  
 শ্রীকৃষ্ণ পাবেন তাহে দুঃখ অতিশয় ॥  
 সত্য বলি সত্যভামা সহিতে না পারি ।  
 তোমার সাহায্যে দেখে দেহ পরিহরি ॥

( ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন । )

সত্য । (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে, গা তোল ।  
 এত খেদের প্রয়োজন কি ? কোন চিন্তা নাই ;  
 কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ স্বচ্ছন্দে গমন করিতে  
 পারিবে ।

সুভ । ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর ? সখি,  
 আমার ললাটে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে, তুমি কি  
 প্রকারে নির্বাণ করিবে ? কৃতান্তাধিক শত্রুর  
 হস্তে পতিত প্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার  
 কি উপায় আছে ।

সত্য । ভদ্রে ব্যর্থ হও কেন ? যাঁহার নাম শ্রবণ  
 মাত্রে রবিসূত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামো-

৫ অঙ্ক]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

জ্ঞানে তাহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই  
 বিপত্তি ভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার  
 চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে? তুমি কি সকল বিন্মরণ  
 হইলে? যখন দ্রোপদীর কারণ লক্ষ লক্ষ বীর  
 অঙ্গুনের বিপক্ষে বাণ ক্ষেপ করিয়াছিল, তখন  
 অঙ্গুনকে কে রক্ষা করিয়াছিল? অঙ্গুনের  
 বীরত্ব বাস্তব। কি তোমার হৃদয় হইতে বহি-  
 ভূত হইয়াছে? একা ধনঞ্জয়েই রক্ষা নাই, তা-  
 হাতে কৃষ্ণ তোমার স্বপক্ষ। যত্বপি শুক্রেয় মন্ত্র  
 প্রভাবে তিন যুগের অসুরগণ জীবন পাইয়া দেব  
 সহযোগে অঙ্গুনের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে,  
 তথাপি অঙ্গুন পরাভব হইবেন না; কৃষ্ণের সুদ-  
 শনের মহিমা দূরে থাকুক। ভদ্রে, চিন্তা কি?

সুভ। সখি, আমি সকলই জ্ঞাত আছি, কিছুই বি-  
 স্মৃত হই নাই; কিন্তু দেখ, যে বায়ু সহকারে  
 দাবানল প্রবল রূপে প্রবলিত হয়, সেই বায়ু  
 সামান্য দীপিকাকে ক্ষীণ দেখিয়া নির্বাপন করে,  
 আমার ভাণ্ড প্রদীপও তদ্রূপ; অতএব সখি,  
 ইহাতে কি আর আশার বশীভূত হইয়া কাল  
 যাপন করিতে পারি।

৫ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

সত্য । সুভদ্রে, আমার বাক্যে নির্ভর কর, সমীরণ সহকারে বরুণ বিপক্ষ হইলেও তোমার সৌভাগ্যের তেজঃ ক্রাস করিতে পারিবেন না ; তুমি আপন মানোরথ গোপনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক । যদি তোমার অধৈর্য্য বাস্তা বলদেবের কর্ণ কুঙ্করে প্রবেশ করে, তবে অর্জুনকে পাওয়া দুষ্কর হইবে ; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর । গৃহ মধ্যে কেহ স্বপক্ষ কেহবা বিপক্ষ, যদি কোন বিপক্ষ ঘুণাক্ষরে এই কথা জানিতে পারে তবে কি আর অর্জুনকে পাইবে ? এখন স্থির হও, অর্জুন কল্য তোমাকে লইয়া যাইবেন । আমার পরামর্শ অন্যথা করিয়া যদি স্বেচ্ছাচারিণী হও, তাহাতে তোমার জীবন থাকুক বা না থাকুক কে তদ্ব্যবধারণ করিবে ?

সুভ । সত্যভামে, আমি তোমার কথা গুরু বাক্য অপেক্ষা দৃঢ়তর জ্ঞান করি, তোমা হইতে আমার হিতাকাঙ্ক্ষি আর কেহ নাই আমি তাহা জানি ; সেই কারণ তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি যে রূপ কহিবে আমি তাহাই করিব, কিন্তু সখি, বলদেবের কথা, স্মরণ হইলে আমার চৈতন্য

৫ অঙ্ক ]

[ ৪ সংযোগস্থল ।

রোধ হয়, আর সদস্য বিবেচনা থাকে না, এই নিমিত্ত এত কাতরা ।

সত্য । ভদ্রে, ভয় নাই, তুমি অজুনকে অবশ্যই পাইবে ।

( উভয়ে গমন করিলেন । )

—০০—

পঞ্চম সংযোগস্থল ।

কৃষ্ণের সভা ।

পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট

দারুক আগমন করিল ।

দারুক । প্রভো, অজুন আমাকে রথ প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিয়াছেন, আপনি কি বলেন ?

কৃষ্ণ । দারুক, তুমি রথ লইয়া অজুনের নিকট গমন কর, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই প্রতিপালন করিও ; তিনি যথেষ্ট গমন করেন করিবেন, তাহাতে দ্বিধা করিও না ।

দারুক । তাঁহাকে রথ সমর্পণ করিয়া কি প্রত্যাগমন করিব ?

কৃষ্ণ । না, বিনামতিতে কুত্রাপি গমন করিও না ।

৫ অঙ্ক ]

[ ৫ সংযোগস্থল ।

দারু । আমি কি তাঁহার সঙ্গে রুহিব, রথ লইয়া  
প্রত্যাগমন করিব না ?

রুক । না, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কখনই নহে ।

দারু । যে আজ্ঞা প্রভো, আমি তবে রথ লইয়া  
গমন করি, তিনি যখন বিদায় দিবেন, তখন  
আসিব ।

( দারুক গমন করিল । )

— ০০ —

ষষ্ঠ সংযোগস্থল ।

অস্তঃপুর ।

সত্ৰভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী, ও কুল

কামিনীগণ প্রবেশ করিলেন ।

সত্ৰ । ওগো তোমরা যে বড় নিশ্চিন্ত আছ, অচ্য  
সুভদ্রার বিবাহ, বলদেবের কথা কি তোমার-  
দিগের স্মরণ নাই ?

রুক্মি । হাঁ স্মরণ আছে, এ কথা কে ভুলিবে, চল,  
সকলে ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন করাইয়া স্না-

৫ অঙ্ক]

[ ৬ সংযোগস্থল।

নার্থ লইয়া যাই। কোথা গো সহচরি, তোমরা

শঙ্খাদি মঙ্গল ধনি কর, ও হরিদ্রাদি আন।

সহ। ঠাকুরাণি, সকল প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা কি

ভুলিবার কথা। প্রতিবাসিনি, তুমি আইও

গণের মধ্যে প্রাচীনা, অগ্রে তুমিই সুভদ্রার

গাত্রে হরিদ্রা দেও।

প্রতি। আমি হরিদ্রা মাখাইতেছি, তোমরা কেহ

শঙ্খবর কর, কেহ বা উলু উলু ধনি দেও।

(শঙ্খাদি মঙ্গল ধনি হইতে লাগিল)

সত্য। ভদ্রে, অতঃপর তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে,

তুই যেমন সুন্দরী, বরটিও তদুপযুক্ত হইয়াছে।

প্রতি। কেমন গো, সেই দুর্যোধনের সঙ্গেই ত

স্থির হইয়াছে।

সত্য। হাঁ,—জনরব এইরূপ বটে।

প্রতি। তবে, ইহার মধ্যে অন্য কোন কথা আছে

না কি?

সত্য। অন্য কথা আবার কি।

প্রতি। তবে যে বলিলে “এইরূপ জনরব”।

সত্য। ওগো, মঙ্গল কর্মে অনেক ব্যাঘাত ঘটে,

যে পর্য্যন্ত দুই হাত একত্র না হয়, সে পর্য্যন্ত

৫ অঙ্ক ]

[ ৬ সংযোগস্থল ।

বিশ্বাস কি, রুশ্মিগীর বিবাহের কথা কি স্মরণ নাই? বিবাহের সূত্র হস্ত হইতে না খুলিলে কি সন্দেহ যায় ।

প্রতি । হাঁ, সে কথা বটে । যাহা হউক, বরটি বেনে বড় ভাল হইয়াছে । সত্বেভ্যমে, আমার-  
দিগকেই অত্ন নিশায় বাসর জাগিতে হইবেক ;  
দেখা যাইবে, দুর্যোধন কেমন চতুর, ও কত  
টাকাই বা শয্যা উঠানি দেয় ।

রুশ্মি । ওগো রজনীর কর্ম রজনীতে হইবে ; একগ-  
কার মঙ্গল কর্ম যাহা তাহা শীঘ্র সমাধা কর,  
এখনও নান্দীমুখাদি অনেক কর্ম অবশিষ্ট  
আছে ।

সকলে । হাঁ, এখন অন্য কথা রাখ, চল ভদ্রাকে  
আগে স্নান করাইয়া আনি ।

(সকলে নানাবিধ বাত্যাদি লইয়া উলু উলু ধনি ক-  
রিতে কুরিতে সরোবর তীরে গমন করিলেন ।)



## সপ্তম সংযোগস্থল ।

## বাপী ভট ।

অজুন ও দীক্ষক রথারোহণে প্রবেশ  
করিলেন ।

অজুন । দীক্ষক, তোমার প্রতি আমার কিছু বক্তব্য  
আছে ।

দীক্ষক । আজ্ঞা করুন ।

অজুন । আমি যে দিকে রথ চালাইতে আদেশ  
করিব, তাহাতে বিলম্ব করিও না ।

দীক্ষক । হাঁ প্রভো, আমি আপনকারও ভৃত্য বটি,  
আপনাতে ও শ্রীকৃষ্ণেতে কোন প্রভেদ দেখি  
না । তবে প্রভো, ইহার তাৎপর্য্য কি ?  
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—আপনি কো-  
থায় গমন করিবেন ?

অজুন । তুমি কৃষ্ণের সারথী, অতএব তোমাকে  
জানাইতে আমার কোন আপত্তি নাই । নারা-  
য়ণের সম্মতি ক্রমে সুভদ্রার সহিত আমার  
বিবাহ হইয়াছে, এক্ষণে বলদেবের ইচ্ছা, ভদ্রা-  
কে দুর্যোধনের হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু

৫ অঙ্ক ]

[ ৭ সংযোগস্থল ।

তাহা হইলে কৃষ্ণ লুপ্ত পাইবেন, তন্নিমিত্ত আমি সুভদ্রাকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিব ।

দারু । হাঁ, এক্ষণে বুঝিলাম, এ গোলযোগও শ্রবণ করিয়াছি । প্রস্তুত আছি, পবন অপেক্ষা বেগেতে, রথ চালাইব । কাহাকেও তাহার পশ্চাদ্গামি হইতে দিব না ; আপনি শীঘ্র সম্পন্ন করুন ।

( সত্যভামা, সুভদ্রা, কুঞ্জিনী, ও অন্তান্ত কামিনীগণ প্রবেশ করিলেন । )

সত্য । (অতি গোপনে কহিতেছেন) সুভদ্রে, তোমার পক্ষে অচ্য রজনী সুপ্রভাত ।

সুভ । সখি, বিধাতা কি আমার প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টি করিবেন ? ঐদৃশ ঘটনা কি হইবে ?

( অজুর্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । )

সত্য । আর ভাবনা কি ভদ্রে, ঐ দৃষ্টি কর তোমার মনোমোহন ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, তোমার আশা এখনই সফল হইবে ।

সুভ । সত্যভামে, আমি তোমার চরণে বিক্রীত হই-

৫ অঙ্ক ]

[ ৭ সংযোগস্থল ]

য়া রহিলাম, জীবন অর্পণ করিলেও তোমার এ  
কণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

সত্য। সুভদ্রে, তুমিত এই কণেই তোমার প্রিয়-  
তম অর্জুনকে পাইবে, কিন্তু আমাদিগকে  
ভুলিও না।

সুভ। সখি, আমি তোমারই, তোমা হইতেই  
অর্জুন ধন পাওয়া, তোমাকে বিস্মৃত হইলে  
তপন তনয় আমাকে কোন নরকে স্থান দিবে-  
ন, তাহা কহিতে পারি না।

( অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন । )

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জু। এসো প্রিয়তমে, ( ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথা-  
রোহণে গমন করিলেন । )

সকলে। ওমা ওমা এ কি! এ কি সর্বনাশ! ওমা  
সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া কে লইয়া যায়, ওগো  
তোরা ধর না।

সত্য। ওমা তাইত, কি আশ্চর্য্য! আমার মুখে  
আর বাক্য সরে না, ওগো ধর, ধর, শীঘ্র ধর।

ক্লম্বি। সত্যভামে, কি সর্বনাশ; ওগো ভদ্রা কো-  
থায় যায়, ওগো কে লইয়া যায়।

৫ অঙ্ক ]

[ ৭ সংযোগ স্থল ।

সত্য । রুক্মিণি, তুমি সরলহিত জ্ঞান, দুর্যোধনের  
ভয়ে ভদ্রাকে অজুর্ন লইয়া গেল ।

সকলে । ওগো, বটে বটে, এই কথাই বটে, ওগো  
অজুর্নই বটে, হাঁগো তাই বটে ; বলদেবের  
সম্মুখে কি বলিয়া মুখ দেখাইব, তিনি কি মনে  
করিবেন ?

সত্য । হাঁ, বলদেব কিছু মনে করিলে করিতে পা-  
রেন, কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক, অজুর্ন মহাবীর !  
যে ব্যক্তি লক্ষ নৃপতি জয় করিয়া দ্রৌপদীকে  
লাভ করিয়াছে, স্ত্রীলোকে কি তাহার বেগ  
ফিরাইতে পারে ?

রুক্মি । বটেত, আমরা স্ত্রী লোক, আমাদের  
সাধ্য কি যে অজুর্নকে নিবারণ করি ।

সকলে । চল, এই বেলা পুর মধ্যে সংবাদ দেওয়া  
যাউক, বাটীর পুরুষেরা যাহা উচিত হয় তাহাই  
করিবেন ; এখনও অজুর্ন বহু দূর যাইতে পা-  
রেন নাই ।

( সকলে গমন করিলেন । )

## অষ্টম সংযোগস্থল ।

রাজবর্ষ ।

দুর্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রীগণ

সম্মুখে দূত প্রবেশ করিল ।

(কোলাহুল ধনি উত্তীর্ণ হইল ।)

দুর্যোধন । নগরে শুনিতে পাই একি কলবর ।

ধর ধর মার মার বলিতেছে সব ॥

হেন লয় মনে যেন বাধিয়াছে রণ ।

হঠাৎ হইল কেন ঘটনা এমন ॥

বার্তা লয়ে এসো দূত যাও দ্রুত করি ।

অকস্মাৎ কি ঘটনা বুঝিতে না পারি ॥

দূত । কি কহিব মহারাজ আপনি পাইলা লাজ

যাত্রা করেছিলে কি কুক্ষণে ।

মনে আশা ছিল যাহা বিকল হইল তাহা

যাত্রা কর স্বদেশ গমনে ॥

বিবাহ করিবে আশে আইলে দ্বারকা বাসে

আর বিয়া হবে কীর মনে ।

বিবাহে পড়েছে ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা

সুন্দরীকে হরেছে অর্জুনে ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

দুঃখা । ভাল জানি পাণ্ডবের রীত চিরকাল ।

কখন দেখিতে নারে কোরবের ভাল ॥

দেখি দেখি অর্জুনে কে রাখে এখন ।

দেখিব করেন কিবা একা নারায়ণ ॥

দূত । ভদ্রাকে লইয়া পার্শ্বরথ আরোহণে ।

গিয়াছেন কোন্ স্থানে আকাশ গমনে ॥

সারথির কন্ম ভদ্রা নিজে করি তায় ।

সকলের অদর্শনে বিমান চালায় ॥

মনের গতিকে জিনি সে রথের গতি ।

সাধ্য নাই লক্ষ্য করে সেনা সেনাপতি ॥

রাবণের পুত্র যেন মেঘনাদ বীর ।

নীরদের মধ্যে থাকি শুবেছিল তীর ॥

সেই রূপ অর্জুন অদৃষ্ট ভদ্রা সহ ।

রাণে বাণে উজ্জ্বল করিছে অহরহ ॥

অনেক যাদব সেনা হইয়াছে হত ।

রপি হীন যদুপুরী আর কব কত ॥

শ্রীকৃষ্ণ পাবেন শোক এই ভাবি মনে ।

কামদেব শাস্ত্রদিগে রেখেছে জীবনে ॥

নলের অপেক্ষা ভদ্রা অশ্ব শিক্ষা জানে ।

তারে লক্ষ্য করে কেবা কে আছে এ স্থানে ॥

বলদেব আপনি লাজল স্কন্ধে করি ।

এসেছেন কিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি ॥

অতএব মহারাজ কি কহিব আর ।

এ রণে স্মাতিলে কেহ না পাবে নিস্তার ॥

দুঃশা । পঞ্চালে ব্রাহ্মণ বলি ক্ষমিয়াছি সবে ।

এবারেতে সমুচিত শাস্তি তার হবে ॥

হৃদ্য বেশে ছিল তারা একচক্রা দেশে ।

এবার মরিবে পার্থ দ্বারকাতে শেষে ॥

এখন অর্জুন বলি জেনেছি তাহারে ।

কার সাধ্য রক্ষা আর করিবে এবারে ॥

পিতামহ দেখিলেন পার্থ ব্যবহার ।

আমাদের দোষি যেন না করিও আর ॥

কর্ণ তুমি শীঘ্র চল অর্জুনে বধিব ।

ভদ্রা উদ্ধারিয়া দুর্যোধনেরে অর্পিব ॥

ভীম । আমার সম্মুখে হেন উক্তি করে কেটা ।

মরণের ভয় বুঝি নাহি রাখে সেটা ॥

বড় যোদ্ধা দেখি তোরে ওরে দুঃশাসন ।

হেন মতি কেন বুঝি নিকট মরণ ॥

আমার হাতেতে আগে রক্ষা কর প্রাণ ।

তবেত পাইবে তুমি অর্জুন সন্ধান ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

কোথাকার যোদ্ধা কর্ণ তৃণ সম গণি ।

ভাল চাহ মৌনভাবে থাকহে অমনি ॥

একাঘাতে বিনাশিব কোঁরবের দল ॥

গৃহে চলি যাও চাও আপন মঙ্গল ॥

ভীষ্ম । ভীষ্ম শান্ত হও, দুঃশাসন, তুমিও স্থির হও ;

আগ্নি বিচ্ছেদের এ সময় নহে । যে কৰ্ম্মোপ-

লক্ষে আগমন করা গিয়াছে, অগ্রে তদন্ত জ্ঞাত

হওয়া আবশ্যক । বলদেব আমারদিগকে আ-

হ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে সংবাদ দেও, তি-

নিই ইহার বিহিত করিবেন । তাঁহার বাচনিক

বাক্তা শ্রবণ না করিয়া মিথ্যা কলহ দ্বারা কি

শুভ কৰ্ম্মের ব্যাঘাত করিবে, অতএব স্থির হও ।

ভীষ্ম । হে পিতামহ, আমি কি মন্দ বলিয়াছি ?

দুঃশাসনের এমনত বাক্য আমার গাত্রে সস্থ হয়

না । আমি বর বেশে আসিতে আগেই নিষেধ

করিয়াছিলাম, তখন আমার উপর সকলে রুষ্ট

হইয়াছিলেন, এখন তাহার ফল পাইলেন,

অধোবদনে হস্তিনায় গমন করুন ; আর বিল-

ম্ব কেন ? এপর্যন্তও কি ভ্রম আছে, ভদ্রাকে

পাইবে ?



৫ অঙ্ক]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

দূত । ইহা লজ্জাকর বটে, কিন্তু উপায় নাই ;  
বলদেবের দোষ দেখি না, তিনিও দুর্যোধনের  
অপমান করেন নাই ।

ভীম । ওহে দূত ; অথ্যে বিবেচনা করিয়া কৰ্ম্ম ক-  
রিলে কখন অপমানগ্রস্ত হইতে হয় না ।

ভীষ্ম । ভীম, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর ।

ভীম । পিতামহ, আপনি দেখুন, দুঃশাসন এখন  
অৰ্জুন সহ যুদ্ধ করিতে চাহে, ভাল অৰ্জুনের  
দোষ কি ? ক্রুদ্ধ আপনি তাঁহাকে ভদ্রা প্রদান  
করিয়াছেন, তিনিও স্বইচ্ছায় হরণ করেন নাই ।  
দুঃশাসনের কত শক্তি আছে, পার্থ সহ যুদ্ধ  
প্রার্থনা করে ; দুর্যোধনের বীরত্বও আমি  
জানি, কণের পরাক্রমও আমার অজ্ঞাত নহে,  
আর দ্রোণাচার্য্যও গুরু, তাঁহাকে কি কহিব ;  
ভীম পঞ্চালে সকলেরই পরাক্রম জানিয়াছে ।

ভীষ্ম । তুমি নিরব হও, কাহার সাধ্য অৰ্জুনের  
নিকট হইতে ভদ্রাকে উদ্ধার করে । চল, আ-  
মরা স্বদেশে যাত্রা করি, এস্থলে আর কলহের  
প্রয়োজন নাই ; এখানে অধিক ক্ষণ থাকিলে  
উপহাসাম্পদ হইতে হইবে ।

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

দুর্যো। হে পিতামহ অজুন কতৃক আমার কি  
অপমান হইল ?

ভীষ্ম। এ দোষ অজুনের নহে, বলদেবের পত্র প্রে-  
রণ করিবার পূর্বে কৃষ্ণ অজুনকে মনোনীত  
করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্ব বিবাহও হইয়াছিল।  
এতাদৃশ স্থলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া  
বরবেশে আগমন করাই অযুক্ত হইয়াছে।  
এক্ষণে হস্তিনায় চল ; পশ্চাৎ বলদেবের সহিত  
এ বিষয়ের বিবেচনা করা যাইবে, তিনিইত আ-  
স্থান করিয়া আমারদিগের অপমান করিলেন ।

দুর্যো। নয়নের নীর আমি কি রূপে নিবারি।

দুঃখের বচন আর কহিতে না পারি ॥

জ্ঞানে কড়ু হয় নাই হেন অপমান ।

ইচ্ছা হয় এই ক্ষণে অজি হার প্রাণ ॥

ভীম মোরে কটু বাক্য করিছে বর্ষণ ।

তাহাতে হতেছে অঙ্গ দ্বিগুণ দাহন ॥

এই কথা দেশে দেশে হইবে প্রকাশ ।

শুনি মোরে সর্ব্বলে করিবে উপহাস ॥

পেয়েছে ধুনীর গন্ধ মনসা মারুতি ।

কতই বণিবে তারি নাই অব্যাহতি ॥

৫ অঙ্ক ]

[ চতুর্থযোগস্থল ।

যত আছে শত্রু পক্ষ হাসিবে নাচিবে ।  
 হেন বাক্য বিধে প্রাণ কৈমনে বাঁচিবে ॥  
 বল পিতামহ এর উপায় কি করি ।  
 হেন ইচ্ছা হয় আমি দেহ পরিহরি ॥  
 নারায়ণে শিক্ষা দিব অজুনে বধিব ।  
 নতুবা গরল পানে জীবন তজ্জিব ॥  
 কি করিব পিতামহ মন প্রাণ দহে ।  
 এত অপমান কোন মতে নাহি সহে ॥  
 ভীষ্ম । ধৈর্য্য ধর দুৰ্য্যোধন তুমিত সুবোধ ।  
 একেবারে কেন তব হৈল জ্ঞান রোধ ॥  
 কি করিবে হৃদয় নাহি জানে মনে ।  
 ভদ্রার বিবাহ আগে হলো কোন ক্ষণে ॥  
 একবার হইয়াছে বিবাহ যাহার ।  
 তাহারে বিবাহ করা অপমান সার ॥  
 হরিয়াছে অজুন সে হইয়াছে ভাল ।  
 বিবাহ হইলে শেষে ঘটিল জঞ্জাল ॥  
 বিবাহিতা কামিনীকে বিবাহ যে করে ।  
 পুনরুনারীর স্বামী সবে বলে তারে ॥  
 জ্ঞাতি বন্ধু দোষ ধরে না করে ভোজন ।  
 সভাতে সে নাহি পারে তুলিতে বদন ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

তব পক্ষে সুনক্ষত্র সুযোগ সুগ্রহ ।  
 নতুবা হইত তব বড়ই নিগ্রহ ॥  
 জ্ঞাতি বন্ধু যার ঘরে না করে ভোজন ।  
 ততোধিক অধম বল হে কোন জন ॥  
 দুর্যো ! করিয়াছিলাম বড় দম্ভ নগরেতে ।  
 বিবাহ করিব ভদ্রা দ্বারকা পুরেতে ॥  
 বলরাম নারায়ণ ভগিনী রূপসী ।  
 সুভদ্রা আমার গৃহে হইবে মহিষী ॥  
 নানা দেশি রাজগণে করি নিমন্ত্রণ ।  
 বার্তা পেয়ে সকলে করেছে আগমন ॥  
 সকলে দেখিল মম হইল দূর্দশা ।  
 মাতঙ্গ মারিতে ভেক করিল ভরসা ॥  
 পুরের মহিলাগণ দিবেক ধিক্কার ।  
 তাদের নিকট হৈল মুখ তোলা ভার ॥  
 কোতুকের সম্পর্কীয় আছে যারা ঘরে ।  
 কত মত মিষ্ট বাক্যে ভৎসিবে আমারে ॥  
 উক্ত কথা অশ্রুর যে সহিতে না পারে ।  
 এতেক লাঞ্ছনা কিসে সহ্য হবে তারে ॥  
 সম্মুখে তুলিতে মুখ না পারে যে জন ।  
 উপহাস বাক্য সেও করিবে বর্ষণ ॥

৫ অঙ্ক]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

উপহাসান্ন্দ হুয়ে বাঁচে যেই নর ।

তাহার অধিক আর বল কে পামর ॥

ভীষ্ম । কেবা বল মাথার উপরে ধরে মাথা ।

তোমাকে কহিতে পারে উপহাস কথা ॥

প্রতাপে আদিত্য তুমি কেবা তব সম ।

তোমার অশ্রুতে কেবা করিবে বিক্রম ॥

এই কথা দেশে দেশে হইলে প্রচার ।

কেহ অসম্মান নাহি করিবে তোমার ॥

অপিবে সকল দোষ রামের উপরে ।

না বুঝিয়া হেন কর্ম সেই জন করে ॥

দুর্যোধন তব দোষ না দেখি ইহাতে ।

আসিয়াছ দ্বারকায় রামের কথাতে ॥

তব ইষ্টদেব রাম ইহার কারণ ।

হেন কর্ম করি তিনি পেলেন জীবন ॥

নতুবা কি অন্ত হলে তরিতে পারিত ।

এ কর্মের প্রতিকল অবশ্য পাইত ॥

কি করিবে গুরু তব দেব হৃদধর ।

অনুচিত তাঁর সহ করিতে সমর ॥

জ্ঞানি লোক কখন তোমাকে না নিন্দিবে ।

বরঞ্চ তোমার সবে সুখ্যাতি করিবে ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

ধৈর্য্য ধরে সেই জন যার আছে জ্ঞান ।

ইহাতে গৌরব বিনা নহে অপমান ॥

দুঃশা । যা कहিলা পিতামহ মিথ্যা কথা নয় ।

কৌরবে নিন্দিতে বল শক্তি কার হয় ॥

ক্ষিত্রির মধ্যেতে তুমি শ্রেষ্ঠ নৃপবর ।

তোমাকে অনেক ভূপ দেয় রাজকর ॥

সবার প্রধান তুমি রাজা দুর্যোধন ।

তোমারে নিন্দিবে হেন আছে কোন জন ॥

তব সম বিক্রমে ও রূপে গুণে ধনে ।

পৃথিবীর মধ্যে নাহি হেরি কোন জনে ॥

সম যোগে নিন্দা করে তাহে অপমান ।

কিস্ত কেবা আছে বল তোমার সমান ॥

শুনিয়া নীচের বাণী ভাবি অসম্মান ।

আপনারে জ্ঞানিতে না করে হয় জ্ঞান ॥

অধমের বাক্যে বল কি হইতে পারে ।

মনুষ্য বলিয়া তারে কেবা গণ্য করে ॥

যদি বল বৃকোদর কটু কথা কয় ।

জ্ঞাতির গরল উক্তি সহ্য নাহি হয় ॥

অতিশয় মূর্খ সেই পবন নন্দন ।

সারদার তাজা গুল্ল জানে সর্ব জন ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

হিতাহিত তাহার কি আছে বিবেচনা ।

অন্য কিছু নাহি জানে নিদ্রাহার বিনা ॥

ভদ্র লোকে তার কথা কেবা করে গণ্য ।

সেই জন হয় বল কার কাছে মান্য ॥

বানরার ভাই সেটা কুস্তীর উদরে ।

তার কথা বুধগণ গ্রাহ্য নাহি করে ॥

এ কারণ ভ্রাতঃ তুমি না করিও খেদ ।

মনের ভাবনা যাহা কর হে উচ্ছেদ ॥

দুর্যো । ভাই, তুমি যাহা বলিলে, এবং পিতামহও

যাহা কহিলেন সকলই প্রামাণ্য, কিন্তু আমার

মনঃ যে রূপ দাহন হইতেছে, তাহা তোমার-

দিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারি না, ও এ

জ্বলন যে কখন নির্বাণ হইবে, তাহাও কহিতে

পারি না ? ইহা বুঝি আমার যাবজ্জীবন সঙ্গি

হইল । অতএব যাহা সৎ পরামর্শ হয়, তাহা

তোমরাই কর ; আমার রাজ্যে কায নাই,

আমি বিবেকির স্থায় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৈরি-

গণকে আনন্দ প্রদান করিব ।

দুঃশা । ভূপতে, বাসবের ঐশ্বর্য্যাদিক তোমার ঐশ্ব-

র্য্য, আপনি কি এক সমান্ত বিষয়ের জন্ত সক-

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগ স্থল ।

ল পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইবেন, আপ-  
নার এই কথা কি জ্ঞানির স্থায় হইল ?

দত্ত । হাঁ রাজন, সকলেই উত্তম আজ্ঞা করিতেছেন ;  
আপনি এই তুচ্ছ বিষয়ে এত চঞ্চল হইতে-  
ছেন কেন ? স্বদেশ যাত্রা করুন ।

( দূত গমন করিল । )

দুঃশা । নৃপতে, আপনি মৌনবলম্বন করিলেন  
কেন ?—হে কর্ণ, ( অতি সংগোপনে কহিতে-  
ছেন ) তুমি দুর্যোধনের প্রিয় সখা, তিনি  
তোমার বাক্য কখন অবহেলা করিতে পারিবেন  
না, অতএব তুমি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান কর ।

কর্ণ । দুঃশাসন, ভাই আমাকে ক্ষমা কর, আমি  
দুর্যোধনের প্রিয় বয়স্য বটি, কিন্তু ভীষ্ম ও বিদুর  
তোমারদিগের প্রধান মন্ত্রী, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র  
অন্য কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য করেন না,—গ্র-  
হণ করা দূরে থাকুক তাহাতে কর্ণ প্রদানও  
করেন না, ঐদৃশ স্থলে আমি কি করিতে পারি,  
আমার সাধ্য কি ? যতপি আমি একরূপ অবস্থায়  
পতিত হইতাম, তবে অপমানের বিনিময়ে  
ক্লেশ ও অর্জুনের প্রাণ এবং সুভদ্রাকে না লইয়া



৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

ক্ষান্ত হইতাম না ; যদি ইহা না পারিতাম,  
আপনি আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম । বল-  
দেবই হউন, বা কৃষ্ণই হউন, অথবা স্বয়ং দেব-  
রাজই হউন, এমত ঘটনায় কাহারও উপরোধ  
রাখিতাম না ; ক্ষত্রিয় ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া  
কে একপ্রকার অপমান সহ্য করিতে পারে ?

দুঃশী । হে ভ্রাতঃ, একে দুর্ঘোষণা এই ক্ষুলিঙ্গ প্র-  
দল করিতে উত্তত, তুমি আবার তাহাতে বায়ু  
সংযোগ করিলে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হই-  
বে । এই ক্ষণে যাহাতে ক্ষান্ত হইয়া স্বদেশে  
যাত্রা করেন, ইহার উপায় কর ।

কর্ণ । আমার স্বীয় শক্তিতে কিছুই হইবে না, আমি  
তোমারদিগের মতানুযায়ী কর্ম করি । (দুর্ঘো-  
ধনকে কহিতেছেন) হে প্রিয় বয়স্য, তোমার  
এত কি অপমান হইয়াছে, যে একবারে বিষাদা-  
র্গবে অবগাহন করিলে ?

দুর্ঘো । তুমি সকলই জ্ঞাত আছ ; তোমাতে  
আমাতে দেহ মাত্র ভিন্ন, কিন্তু আত্মা এক ।  
সহোদরগণ অপেক্ষা তোমাকে প্রিয়তম জ্ঞান  
করি, তোমার অবিদিত কিছুই নাই । তুমি বি-

৫ অঙ্ক ]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

ষাদার্ণবের কথা কি কহিতেছ, ইচ্ছা হয় মহাৰ্ণবে  
জীবনাপর্ণ করি ।

কর্ণ । হে ভ্রাতঃ, ভীষ্ম তোমাকে নিবৃত্ত হইতে কহি-  
তেছেন, ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এস্থলে উপস্থিত  
নাই, অতএব তাঁহার অজ্ঞাতে কোন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত  
হওয়া অযুক্ত । এক্ষণে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া  
বৃদ্ধরাজকে সংবাদ দেও ; ইহাতে তিনি যাহা  
আজ্ঞা করিবেন, তাহাই কৰ্ত্তব্য । আমি যে  
পর্যন্ত জীবিত থাকি, তোমার কোন চিন্তা নাই ;  
এই ক্ষণেই অর্জুনকে সমুচিত ফল প্রদান করিতে  
পরিতাম, কিন্তু বৃদ্ধরাজের অনুমতি বিনা এ  
কৰ্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা নহি । আপাতত  
গৃহে চল, যিনি এ অপমানের মূল কারণ হইয়া-  
ছেন, তিনি অবশ্যই ইহার প্রতিকূল ভোগী  
হইবেন । আমি তাহাকে নিতান্তই শিক্ষা প্র-  
দান করিব অঙ্গীকার করিলাম ।

দুর্যো । তোমার অসম্মতিতে আমার কোন কৰ্ম্ম  
কৰ্ত্তব্য নহে, কারণ তোমার সহ সখ্য করি-  
য়াছি । তুমি আমার মনের ভাব যে রূপ বুঝি-  
বে, তাহা অশ্রের অসাধ্য । যাহা হউক, গম-

৫ অঙ্ক]

[ ৮ সংযোগস্থল ।

নোছোং কর। ভাই, কেবল তোমার আশ্বাসে  
বিশ্বাস করিয়া স্বদেশাভিমুখে বাইতে বাধ্য  
হইলাম।

কর্ণ। ভাই দুষ্টাসন, প্রস্তুত হও, আর এখানে  
কাল ব্যয় করণের প্রয়োজন নাই।

দুষ্ট। হাঁ, গমন করিলেই হয়।

( সকলে গমন করিলেন । )

— ০০ —

নবম সংযোগস্থল ।

বলদেবের সভা ।

দূত প্রবেশ করিল ।

দত্ত। প্রভো, এখনও যে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন ?

বল। কি বলিলে ?

দূত। আর প্রভো, কি বলিব, পরমোচ্ছল যদুকুল  
কলঙ্ক বায়ুতে নির্ঝাণ হইয়াছে।

বল। সে কি দূত, কি কথা কহিতেছ ?

দূত। সুভদ্রার কি হইয়াছে, তাহার কিছু জানেন  
কি না ?

বল। অতঃ সুভদ্রার বিবাহ ; ইহাতে কুল দীপিকা

৫ অঙ্ক ]

[ ৯ সংযোগস্থ ।

কেন নির্ব্বাণ হইল, বরং অধিকতর দীপ্যমান হইবে ।

দূত । হাঁ প্রভো, সাতিশয় প্রজ্বল হইলেই ভয়ানক হয় ?

বল । কাহার সাহসে তুমি আমার সম্মুখে একরূপ উজ্জ্বল করিলে ? আমি কুলশ্রেষ্ঠ রাজতনয়কে ভগিনী সম্প্রদান করিব, ইহাতে তুমি উপহাস করিয়া কুলে কলঙ্কারোপের কথা কও ; আমি এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, পুনর্ব্বার এমন বাণী বদন হইতে নিঃসৃত করিলে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে ; আমি জানি তুমি কৃষ্ণার্জুনের পক্ষ হইয়া একরূপ নিন্দা করিতেছ । যদি আপন মঙ্গল চিন্তা কর, তবে এই ক্ষণেই এ স্থান পরিত্যাগ কর ; আমি তোমার বদনাবলোকন করিতে ইচ্ছু নহি, তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার ক্রোধানল ক্রমশঃ প্রজ্বল হইতেছে, অতএব প্রস্থান কর, এবং কৃষ্ণার্জুনকে কহিও, আমি অবশ্যই দুর্যোধন সহ কুটুম্বতা করিব, যদি তাহারদের শক্তি থাকে, নিবারণ করুক ; সূরাসুরগণ সম্মিলিত হইয়া আমার বিপক্ষে আগমন করি-

৫ অঙ্ক ]

[ ৯ সংযোগস্থল ।

লেও আমার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না ।  
তুমি স্বরায় এই কথা তাঁহারদিগকে জানাও, যাও,  
আর এখানে থাকিও না, সেই কৃষ্ণাজুর্নের  
নিকট গমন কর ।

দূত । আমার উপর কেন অনর্থক ক্রোধ করিলেন ;  
দুর্যোধন হস্তের সূত্র খুলিয়া লজ্জায় পলায়ন  
করিতে উত্তত হইয়াছেন আমি দেখিয়া আই-  
লাম, এবং ভদ্রাও অন্তর্ধান হইয়াছেন ।

বল । আমি তোমারদিগের কুহকজালে বদ্ধ হইব  
না । আমি বুঝিয়াছি, তুমি ছলনা করিতেছ ;  
আমি কি এই কথায় এক জারজকে ভদ্রাপণ  
করিব ? যাও আর বাক্য ব্যয় করিও না, স্বস্থানে  
প্রস্থান কর । যাহারদিগের সম্পত্তিতে বশীভূত  
আছ, তাহারদিগের শরণ লও ।

দূত । আমার কথার মর্ম্ম না করি গ্রহণ ।

অনর্থক ক্রোধ প্রভু কর কি কারণ ॥

বল । পুনশ্চ কহিলে কথা ভাল শিক্সা পাবে ।

সহ মানৈ গৃহে যাও নহে প্রাণ যাবে ॥

দূত । কেন প্রভু অশ্রায় করিছ তিরস্কার ।

এই কি বখার্থ বাক্যে হৈল পুরস্কার ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৯ সংযোগস্থল ।

বল । তোমার শরীরে শিরে আগে করি ভেদ ।

অন্তান্ত বিপক্ষ শেষে করিব উচ্ছেদ ॥

দত । দূত আমি আমারে মারিলে কিবা হবে ।

ইহাতে কলঙ্ক আরো তবোপরে রবে ॥

মূষিকে মারিতে কভু কেশরী না যায় ।

ভুজঙ্গে অজিয়া কীটে গরুড় না চায় ॥

অজার সহিত যুদ্ধ শাদ্দুল না করে ।

বিড়াল বিহঙ্গে অজি ভুজকে না ধরে ॥

রাহু কেতু কভু ছাড়ি রবি নিশাকর ।

খড়োতেরে গ্রাসিবারে না হয় তৎপর ॥

তোমাদের ভৃত্য আমি মোর কিবা দোষ ।

আমার উপর প্রভু বৃথা কর রোষ ॥

সুখে চলে গেল ভদ্রা হরিল যে জন ।

অবশেষ যায় দেখি আমার জীবন ॥

সমাচার দিতে আমি এলাম হেথায় ।

ভাল প্রভু পুরস্কার দিলেন আমায় ॥

( দত গমনোদ্দেশ্য করিল । )

বল । কি কথা कहিলে দূত বল পুনর্বার ।

সুভদ্রাকে হরিয়াছে এ কি শুনি আর ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ৯ সংযোগস্থল ।

মম দিব্য হেথা হতে না কর গমন ।

না বুঝে বলেছি কটু হরিবে মার্জন ॥

(দূত করপুটে দণ্ডায়মান হইল ।)

বিশেষ করিয়া কহ সব সমাচার ।

সুভদ্রা হরিল কেটা এ শক্তি কাহার ॥

দূত । অর্জুন হরিয়া ভদ্রা করেছে গমন ।

অধোমুখে দেশমুখে গেল দুর্ব্যোধন ।

বল । স্বপ্ন দেখিতেছি কিবা আছি নিজ জ্ঞানে ।

দূত । জ্ঞানে কি অজ্ঞানে প্রভো বুঝ নিজ জ্ঞানে ॥

সত্য সমাচার আমি দিলাম তোমায় ।

আর তিরস্কার প্রভো না কর আমায় ॥

ভৃত্য আমি আছি তব চরণে বিক্রীত ।

অর্জুন কর্তৃক ভদ্রা হইয়াছে হত ॥

বল । আমার ভগিনী ভদ্রা অর্জুন হরিল ।

এত সেনা মধ্যে কেহ রোধ না করিল ॥

দূত । যেই ক্ষণে ভদ্রাকে হরিল ধনঞ্জয় ।

পশ্চাৎ ধাইল শুনি যদুসেনা চয় ॥

মহারথী মহাযোদ্ধা যত বীরগণ

অর্জুনের সহ রণে হয়েছে পতন ॥

রক্তময় তরঙ্গিনী রৈবতে উদ্ভব ।

৫ অঙ্ক ]

[ ৯ সংযোগস্কল ।

মহাবেগে ভেসে যায় সৈন্য দেহ সব ॥

বল । আমি এই অঙ্গীকার করিলাম, সর্গ মর্ত্য ও  
পাতাল অতাই চূর্ণ করিব, কোথায় সে জারজ,  
সেই অজুন,—আমার রথ আনিতে বল ।

দূত । আর প্রভো, রথ লইয়া কোথায় যাইবেন ?  
ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাই-  
তেছেন ।

বল । কোন্ রথ ?

দূত । কৃষ্ণের রথ ; অজুন তদুপরি আরোহণ করিয়া  
ভদ্রা সহ প্রস্থান করিয়াছেন, ভদ্রা স্বয়ং অশ্ব  
রজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন । প্রভো  
রথের আশ্চর্য গতির কথা কি কহিব, কখন  
দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য ; কখন ভূমিতে, কখন বা  
শূন্যে ; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই ।  
অজুন ইন্দ্রজিতের স্থায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত  
থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন,  
কেবল কৃষ্ণ শোকসাগরে মগ্ন হইবেন বলিয়া শাস্ত্র  
প্রদ্যুম্নাদিকে বিনষ্ট করেন নাই ; বৃথা কেন  
অজুনের বিপক্ষে গমন করিবেন ? তিনি কোন্  
স্থানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে ।



৫ অঙ্ক]

[ ৯ সংযোগস্থল ।

বল । তাহারা কি কৃষ্ণের রথারোহণে গমন করি  
য়াছে ?

দূত । হাঁ প্রভো, আপনি ইহার তদন্ত জানুন ।

বল । দারুক কি সেই রথে আছে ?

দূত । আজ্ঞা, আছে ; কিন্তু বন্ধন দশায় । ভদ্রা  
স্বয়ং রথ চালাইতেছেন, দারুকের দোষ নাই ।

বল । দূত, তোমার প্রতি অনেক কটুক্তি করিয়াছি,  
তাহা ক্ষমা কর, ( ইতিকর্তব্যতামূঢ় হইয়া কহি-  
তেছেন ) আমি জানিলাম সকলেই কৃষ্ণের পক্ষ ।  
যতপি এই অসংখ্য যদুসেনা থাকিতেও আমার  
অপমান হইল, তবে এ দোষ আর কাহার উপর  
অর্পণ করিব । অতএব তুমি গমন কর, আমিও  
চলিলাম ।

( উভয়ে গমন করিলেন । )

—o—

দশম সংযোগস্থল ।

বসুদেবের গৃহ ।

বলদেব প্রবেশ করিলেন ।

বল । হে পিতঃ, আপনকার জ্ঞাতসারে আমার এই  
হইল ।

৫ অঙ্ক ]

[ ১০ সংযোগস্থল ।

বসু । বৎস কি কহিতেছ ? এ কি কথা ?

বল । আপনারা এক পরামর্শি হইয়া আমাকে একেবারে অধঃপাত করিলেন ।

বসু । কেন বৎস, আমরা কি করিলাম ?

বল । যেহেতু আপনারদিগের নিতান্তই অর্জুনকে সুভদ্রা সমর্পণ করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে যখন দুর্ধ্যোধনের সহিত ভদ্রার বিবাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, তখন কহিলেন না কেন ? তাহা হইলে কি আমার একরূপ অপমান হয় ।

( দেবকী ও রোহিণী প্রবেশ করিলেন । )

বসু । প্রথমে আমার অভিলাষ ছিল ধনঞ্জয়কে ভদ্রা সম্প্রদান করি, কিন্তু তুমি অনিচ্ছু হওয়াতে আমরা সে সম্বন্ধের প্রতি অবহেলা করিয়াছিলাম, পরে অর্জুন প্রতারণা করিয়াছে ।

বল । তাত, কি নিমিত্ত অর্জুনের উপর দোষারোপ করেন ? তাহার কি মনে ভয় নাই ? তোমারদিগের সাহস না পাইয়া সে এককন্ম কদাচ করে নাই, ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে ; আর আমাকে প্রবঞ্চনা করিবার প্রয়োজন নাই ।

৫ অঙ্ক]

[ ১০ সংযোগস্থল ।

বসু । বৎস এ কি কথা कहিলে ?

বল । আমার কি কথা, এ' চক্রে সকলেই আছেন,  
 ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র  
 নহি, এমনত জ্ঞান করিবেন । পিতা, মাতা,  
 ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য, প্রভৃতি সকলেই যে  
 ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা  
 অরণ্য বাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আ-  
 মার আশা পরিত্যাগ কর ।

রোহি ।) কি কথা कहিলি রাম নও পুত্র মোর ।

এ কথা कहিতে মতি কেন হৈল তোর ॥

দশ মাস দশ দিন বল কোন জন ।

আপন উদরে তোরে করেছে ধারণ ॥

আনি কি না পাইয়াছি প্রসব বেদনা ।

কে করেছে এত বড় পাইয়া যাতনা ॥

মিল নৃত্ত তোমার চন্দন প্রায় জ্ঞানে ।

পালন কি করি নাই হয় অনুমানে ॥

এ কথা কেমনে রাম জিজ্ঞাসে আনিলি ।

আমরা যে তোর শত্রু কোথায় জানিলি ॥

বল । অনেক যন্ত্রণা মাতা করিয়াছ ভোগ ।

ইহাতে তোমায় কেবা করে অনুযোগ ॥

৫ অঙ্ক ]

[ ১০ সংযোগস্থল ।

বাল্যকালে ছিল স্নেহ এখন তা নয় ।  
 তা হৈলে কি এত মম অপমান হয় ॥  
 দেব । এত দিনে বলরাম এই হৈল বোধ ।  
 জননীৰ স্নেহের কি দিলে এই শোধ ॥  
 রোহিণীর গর্ভজাত মাত্র তুমি হও ।  
 কৃষ্ণ হতে ন্যূন স্নেহপাত্র কভু নও ॥  
 রাম কৃষ্ণ সহোদর সকলেতে জানে ।  
 কানাই তোমায় দেখি ততোধিক মানে ॥  
 আমাদের কেবা আছে তোমরা বিহনে ।  
 ছি ছি বাছা হেন কথা কহিলে কেমনে ॥  
 বল । শুন গো জননী হয় আর পিতা মহাশয়  
 যা হবার হৈয়াছে আমার ।  
 কৃষ্ণ মোরে জ্যেষ্ঠ বলে যেমন মতেতে চলে  
 ইহা সব হইল প্রচার ॥  
 কৃষ্ণে সহোদর ভিন্ন আমি নাহি জানি অন্য  
 কৃষ্ণের তেমন মন নয় ।  
 চক্রী এক নাম তার তার চক্র বুঝা ভার  
 চক্র করি নিজ কার্য লয় ॥  
 তাহার তনয় শাস্ত্র মনে করি অতি দস্ত  
 হরেছিল দুর্যোধন সূতা ।

৫ অঙ্ক ]

[ ১০ সংযোগস্থল ।

নারী মধ্যে সুলক্ষণা অতি রূপসী লক্ষণা  
সুপণ্ডিতা রূপ গুণ যুতা ॥

লক্ষণা হরিল বলি আসি যত মহাবলি  
শাস্ত্রে ঘেরিল রঙ্গ স্থানে ।

বৈকুণ্ঠের শর জালে বান্ধি তারে এক কালে  
দিল দুর্বোধ্যন সন্নিধানে ॥

দেখি ক্রোধে কুরূপতি বলে কাট শীঘ্রগতি  
দেখি আমি আপন নয়নে ।

তিনি এই বিবরণ শ্রবণে করে গমন  
শাস্ত্রে কাটিতে মল্লগণে ॥

হেন কালে আমি গিয়া শাস্ত্রে আনি বাঁচাইয়া  
তার শোধ কুরূপ ভাল দিল ।

শির মম হৈল নত দুর্বোধ্যন কবে কত  
দেশ ব্যাপি অখ্যাতি রহিল ॥

দিয়া আপনার রথ অজ্ঞানে দেখায় পথ  
হরিবারে মম সহোদরা ।

কুরূপের সাহস পায় অজ্ঞান হরিল তায়  
সতত কুরূপের এই ধার্য্য ॥

গৃহ মধ্যে শত্রু যার জীবন তাহার হার  
তার সাক্ষি দেখ দশাননে ।

৫ অঙ্ক ]

[ ১০ সংযোগ স্থল ।

নিজ সহোদর হয়ে রামের শরণ লয়ে  
 বিভীষণ বধে রক্ষ গণে ॥  
 তোমাদের প্রিয় হরি আমি সকলের অরি  
 এই হেতু ডুবালে আমায় ।  
 ভাল ভাল বুঝা গেছে যা হবার হইয়াছে  
 এবে আর আছে কি উপায় ॥  
 মম মান ছিল উচ্চ এখন করিবে তুচ্ছ  
 এ পুরের দাস দাসী গণে ।  
 যতেক যোগ্যতা মম আর যত পরাক্রম  
 সকলেত দেখিল নয়নে ॥  
 স্বপ্নে নাহি ছিল জ্ঞান ক্লেশ হতে অপমান  
 কোন কালে হইবে আমার ।  
 ক্লেশেরে কনিষ্ঠ জানি সতত ছিলাম মানী  
 সে মান হইল ছার খার ॥  
 সংসারের সুখ যত হইলাম অবগত  
 আর তাহে নাহি প্রয়োজন ।  
 ললাট প্রসন্ন যার গৃহবাসে সুখ তার  
 নতুবা বিপদ সর্বক্ষণ ॥  
 ভদ্রার বিবাহ শুনি নানা দেশি নৃপমণি  
 আসিয়াছে দ্বারকা নগরে ।

৫ অঙ্ক ]

[ ১০ সংযোগস্থল ।

লক্ষ নৃপতির প্রভা উজ্জ্বল করিবে সভা  
সবে রবে আনন্দ সাগরে ॥

সহ বরষাত্রিগণ আসিয়াছে দুর্বোধন  
ভদ্দাকে বিবাহ করিবারে ।

কোন মুখ লয়ে আর একথা করি প্রচার  
ধনঞ্জয় হইয়াছে ভদ্দারে ॥

এত অপমান সার জীবনে কি সুখ তার  
ধিক্‌ধিক্‌ আমার জীবন ।

স্বাধীন বসে ক সুখ লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ  
হস্তধরে করেছে বর্জন ॥

এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহ বাসে  
লোকালয়ে না রহিব আর ।

হাড়ি সবে মম আশা সুখে কর গৃহ বাস  
সব আশা ঘুচেছে আমার ॥

( সকলে গমন করিলেন । )

— ০০ —

সম্পূর্ণ ॥

